জালালউদ্দিন রুমী

দিওয়ান ই শামস ই তাবরিজ

জা লা ল উ দ্দি ন রু মী

দিওয়ান ই শামস্ ই তাবরিজ

ভা ষা ন্ত র

মূল থেকে ইংরেজি অধ্যাপক রেনল্ড নিকলসন

ইংরেজি থেকে বাংলা এস. খলিলউল্লাহ

র‍্যামন পাবলিশার্স

দিওয়ান-ই-শাম্‌স-ই তাবরিজ
ষষ্ঠ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
প্রচ্ছদ : মাহবুব কামরান

ISBN 984-70350-0042-X

র‍্যামন পাবলিশার্স-এর পক্ষে ২৬ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে
সৈয়দ রহমতউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন : ৮৮০২৯৫১৫২২৮, ফ্যাক্স : ৮৮০২৭১৬৫৬৬৭
E-mail : ramonpublishers@gmail.com
ইশিন কম্পিউটার ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা থেকে কম্পোজ
মৌমিতা প্রিন্টার্স ২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

প্রতিটি অন্তরের বৈরাগীকে

অনুবাদকের ভূমিকা

অধ্যাপক রেনল্ড নিকলসন সম্পাদিত ও ভাষান্তরিত 'দিওয়ান ই শামস্ ই তাবরিজ' গ্রন্থটি সুহৃদ জুনায়েদ ১৯৭৭ সালে লন্ডনে সংগ্রহ করেন। তাঁর সমৃদ্ধ সুফি সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে এই বইটির আমি খোঁজ পাই। প্রথম থেকেই বইটিকে সমকালীন বাঙালি পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করতে আমি প্রলুব্ধ ও তাড়িত হই। কারণ প্রকৃতভাবে সুফিবাদ বাংলাদেশে উপস্থাপিত হচ্ছে না, আমরা কেবল এর বিকৃত রূপের সঙ্গেই পরিচিত। এটিকে ভাষান্তর করার জন্য অনেকের কাছে বিফলে ঘোরাফেরা করার পর মৌলানা আ. ন. ম. মাকছুদ আলী স্বয়ং আমাকেই বইটি ভাষান্তর করতে উৎসাহিত করেন। তাঁরই প্রেরণায় কাব্যগ্রন্থটি ভাষান্তর করতে আমি শুরু করি।

আমি কবি নই। তাই পাণ্ডুলিপি তৈরির পর আ. ন. ম. মাকছুদ আলী, প্রবীর চন্দ, দিলরুবা মিজু, মারুফা বেগম এবং হাবিবুল ইসলাম বাবুলকে সেটি সমার্জিত করতে দিই। তাঁদের মূল্যবান অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। ভূমিকার কবিতাটি প্রবীর চন্দ কর্তৃক আনুপূর্বিক রূপান্তরিত। বইটি মুদ্রণের সকল পর্যায়ে হাবিবুল ইসলাম বাবুলের সহযোগিতা পাই সবচাইতে বেশি। প্রকাশক সৈয়দ ফয়েজুর রহমান ও সৈয়দ রহমত উল্লাহরও ধন্যবাদ প্রাপ্য।

কবিতাগুলির অনুবাদ জুন ১৯৯৭ সালের দিকেই শেষ হয়ে যায়। তারপর গ্রন্থটি কম্পোজ শুরু হয়। কিন্তু অভাবনীয়ভাবে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে শাহবাজী সিলসিলার গদিনশিন সৈয়দ হোসেন শাহবাজী ৯ আগস্ট ১৯৯৭ আমাকে The way of passion গ্রন্থটি দেন। আমি চমৎকৃত হয়ে লক্ষ করি যে, বইটির প্রথম পরিচ্ছেদ সুন্দর একটি ভূমিকা হিসাবে কাব্যগ্রন্থটিতে সংযোজিত হতে পারে। পাঠকেরাও হয়তো স্বীকার করবেন যে, কাব্যগ্রন্থটির একটি প্রেক্ষিত এন্ড্রু হার্ভের উদ্ধৃতি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।

অধ্যাপক নিকলসন বলেছেন, রুমীর কবিতার রস গ্রহণ করতে হলে আখ্যান, কথোপকথন, ধর্মবিষয়ক বক্তব্য, কোরানের অংশ এবং দার্শনিক তত্ত্ব অতিক্রম করতে হবে। কাব্যের ভাষান্তর করা প্রকৃত অর্থে সম্ভব নয়। দেশকাল ও ভাষার ব্যবধান অতিক্রম করে

সম্পূর্ণ নতুন এক পাঠকশ্রেণীর কাছে রুমীকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা একপ্রকার ধৃষ্টতা। তবে হার্ভে বলেছেন, বর্তমানকালে রুমীকে জানা খুবই প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য পরের পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

পুনরায় উল্লেখ করছি, আমি কবি নই। তবুও যাঁর কৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করে তাঁর উপর ভরসা করেই আমি এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছিলাম। যদি কিছুটাও সফল হয়ে থাকি সেটা তাঁরই কৃপা।

রুমীর অন্যতম এই কাব্য-সংকলন ভাষান্তরের মাধ্যমে ইরানের গোলাপবাগানের ঘ্রাণ যদি বাংলার সুমিষ্ট ইক্ষুক্ষেত্রে ভেসে আসে তবেই আমাদের সার্থকতা।

ডিসেম্বর ১৯৯৭ সৈয়দ খলিলউল্লাহ
রামপুরা, ঢাকা

এন্ড্রু হার্ভের 'রাগমার্গ' পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি

এন্ড্রু হার্ভে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অল সোলস কলেজের' সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ফেলো ছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া ছেড়ে তিনি ভারতে এসে অতীন্দ্রিয়বাদের অনুশীলন করতে থাকেন। তিনি ভারতীয় সাধিকা মাতা মীরার সঙ্গে কিছুদিন কাজ করে পাশ্চাত্যে ফিরে যান। বর্তমানে তিনি সানফ্রানসিস্কোয় বসবাসরত এবং দশটিরও বেশি গ্রন্থের রচয়িতা। The way of passion বা 'রাগমার্গ' গ্রন্থটি ১৯৯৩ সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসে দেয়া তাঁর বক্তৃতামালার সংকলন। সেই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ 'ভালোবাসার দিকে যাত্রা' থেকে এ-অংশটি উদ্ধৃত :

মহান অতীন্দ্রিয়বাদী সুফিগুরু এবং কবি জালালউদ্দিন রুমী ১২৭৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর ছেষট্টি বৎসর বয়সে দক্ষিণ তুরস্কের কোনিয়ায় সূর্যাস্তের সময় যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁর জীবনের প্রায় তিরিশ বৎসর বয়সে প্রবুদ্ধ জীবনের জ্যোতির্ময়তায় অতিবাহিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৩৫০০০টি গাথা ২০০০টি চতুষ্পদী এবং মহাকাব্য 'মসনবি' রচনা করেছিলেন, সুফি ধারার মাওলাইয়াত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শন এবং রচনার মাহাত্ম্য তাঁর পুত্র সুলতান ওয়ালাদ এবং অন্যান্য উত্তরসূরির নেতৃত্বে মুসলিম বিশ্বের বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়েছিল, যা আলজিয়ার্স থেকে কায়রো, লাহোর এবং সারাজেভো থেকে প্রত্যন্ত আফগানিস্তান, তুরস্ক, ইরান এবং ভারতের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে এবং ইসলামের ইতিহাসের অনেক উত্থানপতন এবং বিয়োগান্ত ঘটনার পরও রুমী রচিত গাঁথাসমূহ তীর্থযাত্রীদের দ্বারা এবং ধর্মীয় সমাবেশে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়ে আসছে। প্রাচ্যবিদগণ রুমিকে সর্বশ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয় কবি হিসাবে স্বীকার করেন এবং প্রাচ্যবাসীগণ তাঁর রচনাবলিকে মোহনীয়তা, গভীরতা, রহস্যময়তা ও পবিত্রতার দিক থেকে কোরানের পরেই স্থান দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে মাওলাতান্ত্রিক ধারার প্রায় ১,০০০,০০০ অনুসারী বলকান, আফ্রিকা ও এশিয়ায় বসবাস করতেন। ইতিহাসে কোনো কবিই—এমনকি শেক্সপিয়ার বা দান্তেও সভ্যতার উপর এমন মহিমান্বিত এবং সার্বিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি এবং কোনো কবিই এরূপ ভাবাবিষ্ট এবং নিবিড়ভাবে ভক্তি অর্জন করতে সক্ষম হননি।

এই সুবিশাল প্রভাববলয় মানবতার প্রতি রুমীর অবদানের সূচনা মাত্র। দেহত্যাগ করার কিছুদনি পূর্বে রুমী তাঁর গুরু শামস্-এর প্রতি তাঁর আবেগ এবং এর মর্মার্থ সম্পর্কে লিখে গেছেন :

আমরা একে অপরের সঙ্গে যে সকল পেলব কোমল বাক্য বিনিময় করতাম
তা স্বর্গের গোপন অন্তরে জমা আছে।
একদিন, সেগুলো বৃষ্টিধারার মতো ঝরবে এবং ছড়াবে
এবং তাদের রহস্য সারা বিশ্বকে শ্যামল করে তুলবে

বিশ্বকে শ্যামল করার সেইদিন সমাগত, যখন শামস্–এর জন্য রুমীর ভালোবাসার প্রকাশ শুরু হয়েছে। বিগত তিরিশ বছর ধরে রুমীর মাহাত্ম্য কেবল ইসলামের মাধ্যমে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের অনুবাদ ও পাণ্ডিত্যকর্মে এবং সর্বাধিক শৈল্পিক কাজকর্মের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। রুমীকে একজন অসীম প্রতিভাধর কবি হিসাবে গণ্য করা ছাড়াও আমি যা মনে করি—নতুন একটি অতীন্দ্রিয় পুনর্জাগরণের পথ প্রদর্শক হিসাবে তাঁকে বিবেচনা করা হচ্ছে, যে-পুনর্জাগরণ আমাদের মৃতপ্রায় সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ থেকে জন্মগ্রহণ করার জন্য সংগ্রামরত। রুমী একজন অদম্য অথচ নম্র দিশারি এবং আত্মার পরিচর্যাকারী যিনি খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগে মানবজাতি ও এই ধরিত্রী ধ্বংসের পূর্বেই আলোক-উদ্ভাসিত হৃদয়ের দৃষ্টিকে পুনরুদ্ধার করতে আমাদের সাহায্য করছেন।

রুমী লিখেছেন :

"বসন্তকালে বিশ্বের সকল গোপনীয়তা প্রকাশ পায়
আমার বসন্ত যখন আসবে তখন আমার সকল আধ্যাত্মিক রহস্য প্রস্ফুটিত হবে।"

বর্তমানকাল রুমির বসন্তকাল। আমরা এই যুগে অবস্থান করছি–এটা রহস্যোদ্ঘাটনের যুগ এবং পুনর্জন্মেরও যুগ এবং এই কবি ছাড়া আমাদেরকে আমাদের বিষয়ে কে এত উদ্দীপ্তভাবে বলতে পারতেন, যে কবি নিজের সত্তার মধ্যে রহস্যোদ্ঘাটন এবং পুনর্জন্ম লাভ করেছেন তিনি ছাড়া? বর্তমানে মানবজাতির নতুন কোনো ধর্ম বা মতবাদের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হচ্ছে ঐশী বাস্তবতা এবং মাহাত্ম্যের সাক্ষ্যের, একাধারে ঈশ্বর এবং বিশ্বপ্রেমিকগণই তাঁদের ভালোবাসার কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেন এবং আমাদেরকে আমাদের নিজের অন্তরের অগ্নির দিকে নির্দেশনা দিতে পারেন। রুমী এই অগ্নির একজন প্রধান সাক্ষী এবং যে তাঁর বক্তব্যকে বিস্ময় এবং আগ্রহী অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবে সে-ই ঐ বক্তব্যের দ্বারা বাস্তবতার অন্তরে আকৃষ্ট হবে। যেমন রুমী বলেছেন :

তুমি যদি খোঁজ করো, তবে আমাদেরকে আনন্দ নিয়ে খোঁজ করো
কারণ আমরা আনন্দের রাজ্যে বাস করি।
তোমার হৃদয় অন্য কিছুকে দিও না।
কেবল যাঁদের ভালোবাসা নির্মল আনন্দময় তাঁদের ছাড়া।
হতাশার উপকণ্ঠে পরিভ্রমণ কোরো না।
কারণ আশা আছে ; এই আশা বাস্তব, এই আশা বিদ্যমান
অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয়ো না
আমি তোমাকে বলছি, সূর্যেরা বিদ্যমান।

রুমী খোরাসানের (বর্তমান আফগানিস্তান) বলখ্ শহরে ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবার ছিল বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও ধর্মতত্ত্ববিদ পরিবার। তাঁর পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদকে সমসাময়িক পণ্ডিতগণ 'পণ্ডিতদের সুলতান' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। রুমীর পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ, সুফি এবং অতীন্দ্রিয়বাদী যাঁর সাহস, সাধুতা, অন্তরের মহত্ত্ব এবং ঈশ্বরের প্রতি দার্শনিক বা মৌল অভিগমনের পরিবর্তে সরাসরি আধ্যাত্মিকভাবে সমীপবর্তী হওয়ার বাসনা রুমিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিল।

রুমি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন তখন আমাদের যুগের মতোই ভয়াবহ এক আলোড়ন চলছিল। অটোম্যান সাম্রাজ্য ভিতর এবং বাইরে থেকে আক্রান্ত ছিল; ভিতরে ছিল ধর্মীয় অধঃপতন এবং সার্বিক রাজনৈতিক দুর্নীতি; আর বাইরে একদিকে ছিল খ্রিস্টান আক্রমণকারীরা এবং অপর দিকে চেঙ্গিস খানের দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী। এই সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়ন রুমীকে তরুণকাল থেকে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা দ্বারা দহন করেছিল। ধর্মীয় বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা এবং সম্ভাব্য মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বারো বৎসর বয়সে রুমী তাঁর পিতাসহ বলখ্ ত্যাগ করেন। বাহাউদ্দিনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। এক বৎসর পরেই বল্খ্ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

তাঁরা দশ বৎসর ধরে এশিয়া মাইনর ও আরবে পরিভ্রমণ করেন। মক্কার পথে রুমী এবং তাঁর পরিবার নিশাপুরে অবস্থান করেন, সেখানে তাঁদের সঙ্গে বিখ্যাত সুফি কবি আত্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্তার রুমি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "এই বালকটি ভালোবাসার অন্তরে একটি দ্বার উদ্‌ঘাটন করবে।" রুমীও কখনও 'পাখিদের সম্মেলন' গ্রন্থে এই

রচয়িতাকে ভোলেননি এবং আত্তার সম্পর্কে তিনি বলতেন, "আত্তার ভালোবাসার সাতটি নগরই ভ্রমণ করেছেন আর আমি এখনও একটি গলির প্রান্তে অবস্থান করছি।" তাঁর পিতার সঙ্গে ভ্রমণের আরেক পর্যায়ে রুমী দামাস্কাস যান। সেখানে সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইবনুল আরাবীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। শোনা যায়, ইবনুল আরাবি যখন রুমীকে তাঁর পিতার পিছনে হাঁটতে দেখেন তখন বলেছিলেন, "ঈশ্বরের কী মহিমা, একটি হ্রদের পিছনে এক সমুদ্র যাচ্ছে।" আঠারো বৎসর বয়সে রুমী সমরখন্দের এক অমাত্যের কন্যা গওহর খাতুনকে বিবাহ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে দুই পুত্র সুলতান ওয়ালাদ ও আলাউদ্দিন তিলবির পিতা হন। লারান্দা এবং আরমেনিয়ার আরজানজানে কিছুদিন অবস্থান করার পর রুমীর পিতা কোনিয়ার সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ দ্বারা আমন্ত্রিত হন। তখন ১২২৯ খ্রিস্টাব্দ। কোনিয়ায় বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের জন্য বিশেষভাবে এক বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে শিক্ষাদান করেন। পরবর্তীকালে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে রুমী সেই বিদ্যাপীঠে তাঁর পিতার উত্তরসূরি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জনের সাথে সাথে রুমীর ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা চলতে তাকে। তিরমিজি নামে তাঁর পিতার একজন শিষ্য কেনিয়া এসে রুমীকে নয় বছর ধরে সুফি দর্শনের মূল বিষয়গুলো শিক্ষা দেন এবং তাঁকে পুনরায় এলেপ্পো এবং দামাস্কাস ভ্রমণে পাঠান। সেখানে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, আরবি এবং ফারসি ভাষা ও ব্যাকরণ, ছন্দ, কোরানের ভাষ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করে রুমী একত্রিশ বৎসর বয়সে কোনিয়া ফিরে আসেন। তখন তিনি তাঁর পিতার আধ্যাত্মিক গুণে গুণান্বিত, অসামান্য বাগ্মী, সুপ্রতিষ্ঠিত, ধর্মপরায়ণ তরুণ পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত লাভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সুনাম অর্জন করেন এবং অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র সুলতান ওয়ালাদ লিখেছেন, ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে রুমীর 'দশ হাজার অনুসারী' ছিল।

* * *

এ সবকিছুই রুমীকে তাঁর সনাতন, গণ্ডিবদ্ধ অথচ 'মিথ্যা অহং'-এর আত্মতৃপ্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারত – তাঁর পিতার প্রভাব বিস্তারকারী উদাহরণ, অতীন্দ্রিয়বাদী হওয়া সত্ত্বেও যা মৌল এবং বুদ্ধিবাদী ছিল, অনিশ্চয়তার ভয়

যা তাঁর উত্তাল বাল্যকালকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছিল, সহজ তোষামোদের পুরস্কার, তীব্র আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা অথবা বাহ্যিক সমালোচনার পরিণাম—এসবের কোনটিই তাঁকে আত্মতুষ্টি দেয়নি। রুমী সুফি দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন, সমকালীন কয়েকজন বিখ্যাত অতীন্দ্রিয় গুরুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, আকর্ষণীয়ভাবে অতীন্দ্রিয়বাদ অথবা কোরানের ভাষ্য বা ন্যায়শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা দিতে পারতেন, কয়েকটি ধর্মীয় স্তর অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিনি কোনো তাৎপর্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক পথ খুঁজে পাননি। প্রকৃতপক্ষে ছত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর জীবনের দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান করছিলেন, যখন তিনি তাঁর অর্জিত যশের চাকচিক্যে এত মোহিত হতে পারতেন যে, তিনি স্বীয় প্রতিবিম্বের মোহিনী মায়ায় ধরা পড়তেন। কারণ তিনি অল্প বয়সেই গর্ববোধ করার মতো মেধা ও আধ্যাত্মিকতা অর্জন করেছিলেন। অবশ্যই তাঁর মধ্যে মহৎ আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা নিহিত ছিল, যা তাঁর পিতা, আত্তার এবং ইবনুল আরাবি লক্ষ্য করেছিলেন—এই সম্ভাবনা প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য বা সুখ্যাতির লোভে তাঁকে বিভ্রান্ত বা বিপথগামী করতে পারত। পরবর্তীকালে মানসিক দম্ভ এবং গৌরবের আকাঙ্ক্ষার প্রতি রুমীর আক্রমণের তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা থেকে আমরা বুঝতে পারি রুমী দম্ভ ও গৌরবের বিপদ থেকে কতটা সজাগ ও সর্তক ছিলেন।

প্রেমের দ্বারা প্রজ্বলিত এবং বিচূর্ণ হওয়া ছিল তাঁর সমীপবর্তী, যা রুমিকে একাধারে রক্ষা করেছিল, ধ্বংস করেছিল এবং পরিবর্তিত করেছিল। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কোনো-এক সময় রুমীর সঙ্গে শামস্ ই তাবরিজের সাক্ষাৎ ঘটে, যা ঐশী পরিবর্তনের অনলে তাঁকে প্রজ্বলিত করে এবং ঐশী প্রেমের নিগূঢ়তার সঙ্গে পরিচিত করে, এই ঘটনা রুমীর জীবনকে এবং মানবজাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসকে পরিববর্তিত করেছিল। রুমী পরবর্তীকালে লিখে গেছেন, "আমি কাঁচা ছিলাম, তারপর আমি দগ্ধ হলাম এবং সুপক্ব হলাম"। সুলতান ওয়ালাদ তাঁর রচিত 'ওয়ালাদনামায়' স্বীয় পিতা সম্পর্কে লিখেছেন : "অতীন্দ্রিয়তার পথে তাঁর চূড়ান্ত পথপ্রদর্শক ছিলেন শামস্-ই-তাবরিজ, ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল যে, শামস্ বিশেষ করে তাঁর নিকটেই প্রকাশিত হবেন এবং এটা কেবলমাত্র তাঁর জন্যই...এরূপ দর্শনের উপযুক্ত আর কেউ হয়নি...তিনি তাঁকে দেখেছিলেন, যাঁকে দেখা যায় না, তিনি তাঁকে শ্রবণ করেছিলেন যা ইতিপূর্বে অন্য কেউ কারও কাছ থেকে শ্রবণ করেননি...তিনি তাঁকে ভালোবেসেছিলেন এবং বিলুপ্ত হয়েছিলেন।"

রুমী লিখেছেন :

আমি মহিমামণ্ডিত মুখাবয়বের এক মহান রাজাকে দেখেছি,
তিনি যিনি চক্ষু এবং স্বর্গীয় সূর্য স্বরূপ,
তিনি যিনি সৃষ্টির সঙ্গী এবং পরিত্রাতা,
তিনি যিনি একাধারে আত্মা এবং নিখিল সৃষ্টি যা আত্মাদের জন্ম দেয়,
তিনি যিনি প্রজ্ঞাকে প্রজ্ঞা দান করেন, বিশুদ্ধতাকে বিশুদ্ধতা,
তিনি যিনি সাধু-সন্তদের আত্মার জায়নামাজ,
আমার দেহের প্রতিটি পরমাণু পৃথকভাবে চিৎকার করে ওঠে :
'সকল মহিমা ঈশ্বরের'।

কে এই রহস্যময়, ভয়ংকর এবং সুমহান দরবেশ, যাঁর পরিধানে ছিল "কৃষ্ণবর্ণের মোটা পশমী বস্ত্র", সেই ষাট বৎসরের বৃদ্ধ যাঁকে রুমী ১২৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দেখেছিলেন এবং যিশু ও মুহাম্মদের (দঃ) সমান ভালোবেসেছিলেন এবং ঈশ্বরের মধ্যে লীন মনে করেছিলেন? কে ছিলেন এই 'শামস্', যাঁর নামের অর্থ সূর্য, যিনি ইরানের তাবরিজ থেকে আগমন করেছিলেন, প্রায় সকল জীবিত ও মৃত সুফি গুরুদের প্রতি যাঁর প্রচণ্ড ও প্রকাশ্য অবজ্ঞা তঁকে সমগ্র এশিয়া মাইনরে বিতর্কিত করেছিল এবং যাঁর উপস্থিতিতেও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ছিল এত বিশাল, এত প্রচণ্ড, এত দীপ্ত যে, বিশ্বের এক মহৎ কবি তাঁর এবং তাঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাক্যহারা হয়ে সারাজীবন অতিবাহিত করে গেছেন? এবং কেনই বা তাঁর ভ্রমণের জন্য 'পরিন্দা' পাখি নামে পরিচিত, বৃদ্ধ, নিঃসঙ্গ, অবজ্ঞাত মানুষটি যিনি সর্বদা সত্যের অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন ১২৪৪ সালের ২৯ নভেম্বর কোনিয়ায় এসে চিনি ব্যবসায়ীদের মুসাফিরখানায় এসে অপরিসীম দুর্ভোগ স্বীকার করে নিলেন?

আফলাকি বলেছেন, "শামস্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে জানতে চান কে সেই দৈব ইচ্ছার প্রিয় এবং গোপন শক্তিধর যাঁর কাছে গিয়ে তিনি দৈবপ্রেমের আরও রহস্য জানতে পারেন। তখন তাঁকে বল্‌খের বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের পুত্রের কথা বলা হয় যিনি ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র। সেজন্য শাম্‌স কোনিয়ায় আসেন।" আরেকজন জীবনীকার দৌলত শাহ আমাদের আরও গভীরে নিয়ে গেছেন : "শামস্-ই-তাবরিজ এক ব্যক্তির অনুসন্ধান করছিলেন। সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক আস্থা অর্জন করতে পারেন। সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর গতিশীল ব্যক্তিত্বকে সহ্য করতে সক্ষম, সেই ব্যক্তি

যিনি তাঁর আবেগময় অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে এবং আত্মস্থ করতে সক্ষম, সেই ব্যক্তি যাকে তিনি আকার দিতে পারেন, ধ্বংস করতে পারেন, নির্মাণ করতে পারেন, পুনঃনির্মাণ করতে পারেন এবং উন্নীত করতে পারেন। সেই ব্যক্তির সন্ধানে তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে পাখির মতো পরিক্রমণ করেছেন। অবশেষে তাঁর গুরু রুকনুদ্দিন সাঞ্জাবি তাঁকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে কোনিয়া গমন করতে বলেন।"

কিন্তু আরও মহাসত্যের সন্ধান পাওয়া যায় আফলাকি বর্ণিত পূর্বতন এক কাহিনীর মধ্যে। এই কাহিনীতে আফলাকি শামস্‌কে নিঃসঙ্গ এবং মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত হিসেবে দেখিয়েছেন। সাথে সাথে শামস্ এ-বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁর জ্বালাময়ী উপস্থিতিকে অসহ্য মনে করে এবং শামস্ এও জানতেন, অসীম শক্তিধর এক অতিপ্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা তাঁর প্রয়োজন। শামস্ ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করলেন, "আমাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দাও যে আমাকে সহ্য করতে পরে, এমন ব্যক্তি যে নির্ভীক, দৃঢ়চেতা, স্বচ্ছমনসম্পন্ন এবং উন্মত্ত যাকে আমি চূর্ণবিচূর্ণ করে এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করতে পারি এবং তাঁর মাধ্যমে বিশ্বকে আমার যা-কিছু দেওয়ার আছে তা দিতে সক্ষম হই।" ঈশ্বর শামস্‌কে প্রশ্ন করলেন, "এর পরিবর্তে তুমি আমাকে কী দেবে?" শামস্ উত্তর দিলেন, "আমার জীবন।"

আফলাকির এই চমৎকার এবং ভয়ংকর কাহিনী আমাদের সেই রহস্যের কাছে নিয়ে যায় যা ছিলেন এবং হচ্ছেন শামস্। শামস্ এবং রুমীর সম্পর্ক নিয়ে আমি কুড়ি বছর সাধনা করেছি এবং কী ঘটেছিল সে বিষয়ে আমার ধারণা আমি জানাতে চাই। গভীরভাবে চিন্তা করলে এটি এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। আমার ধারণা শামস্-ই-তাবরিজ এমন একজন ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, যিনি পূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন। যখন কেউ উপলব্ধির সেই উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয় তখন তিনি সকল প্রকার যোগাযোগের অতীত হয়ে যান, সকল ভাষা, সকল ধারণা, সকল ভাব তাঁদের বহু নিম্নে অবস্থান করে এবং সেই অবস্থায় তাঁদের যা প্রয়োজন হয় তা হলো একজন মুখপাত্র। এমন একজন যাঁর মানবিক সত্তা বর্তমান, যিনি পরিপূর্ণতা লাভ করছেন, যিনি বিকশিত হচ্ছেন, যাঁকে ক্রমান্বয়ে এবং স্তরে স্তরে "ধ্বংস করা যায়, দগ্ধ করা যায়, পুনর্গঠিত করা যায় এবং উন্নীত করা যায়" এবং এমন একমাত্রায় নেওয়া যায় যেখানে গুরু অবস্থান করছেন। এমন একজন যাঁকে প্রকাশের অগ্নিতে দীক্ষা দেওয়া যায়,

যেন তাঁর মাধ্যমে বিশ্বকে দীক্ষিত করা যায়। যিশু, বুদ্ধ, সক্রেটিস, রামকৃষ্ণ কেউই কিছু রচনা করেননি; কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু শিষ্য ছিল যাদেরকে তাঁরা হৃদয়ের গভীরে আকর্ষণ করেছিলেন এবং ঐশী প্রেমের এক আশ্চর্য রসায়নের দ্বারা এমনভাবে জারিত করেছিলেন যাতে এদের মাধ্যমে তাঁদের বার্তার কিছু প্রেমচ্ছটা বিশ্বে প্রতিভাত হতে পারে।

শামস্-এর জন্য রুমী সেইরকম একজন শিষ্য ছিলেন। শামস্ জানতেন তাঁর চেতনা এবং উপলব্ধি কেবলমাত্র ইসলামের জন্যেই নয় বরং সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বের অস্তিত্বের জন্য কত প্রয়োজনীয়। সেজন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে প্রস্তুত হতে হয়েছিল (একথা জেনে এবং তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, তাঁর অনলশিখা ছড়িয়ে পড়ার উপর কত কিছু নির্ভর করছে) — চরম মূল্য দেওয়ার জন্য, যেমন যিশুও প্রস্তুত হয়েছিলেন। "এর পরিবর্তে আমাকে কী দেবে? 'ঈশ্বর শামস্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং শামস্ উত্তর দিলেন, "আমার জীবন।"

ঈশ্বরের সঙ্গে শামস্-এর চুক্তিবদ্ধতা এবং তাঁর চূড়ান্ত আত্মবিসর্জন রুমীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সকল পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে শক্তিময় করেছে। শামস্ কেবলমাত্র রুমীর বাক্যকে বর্ণচ্ছটা দেননি, তা রুমীর সত্তা, কার্যাবলি এবং রুমী প্রবর্তিত পন্থার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। শামস্ জানতেন যে, তিনি কোনিয়ায় এসেছেন রুমীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এবং রুমী তাঁর হৃদয় এবং মুখপাত্রে পরিণত হবেন যাঁর মাধ্যমে তাঁর নিকট উন্মোচিত চেতনা কেবলমাত্র ইসলাম ধর্ম এবং তাঁর কালকেই সমৃদ্ধ করবে না বরং সমগ্র বিশ্ব এবং পরবর্তী মানব-ইতিহাসকে উদ্ভাসিত করবে। তিনি আরও জানেতন যে, রুমীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তাঁর খুব সংক্ষিপ্ত সময় থাকবে : তাঁর কারণ ঈশ্বর প্রদত্ত সকল মহিমা এবং বিস্ময় রুমীকে এবং তাঁর মাধ্যমে সমগ্র মানবতাকে দেওয়ার পরিবর্তে তিনি নিজের জীবন ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি জানতেন যে, ঈশ্বর এই চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন, কারণ এরূপ মহিমান্বিত উপহার কেবলমাত্র চরম আনুগত্য ও ভালোবাসার শর্তেই অর্পিত হয়ে থাকে।

রুমী শামস্-এর জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু শামস্ তৎপূর্বেই রুমীর জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন। তিনি চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেই এসেছিলেন যাতে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয় ভালোবাসা সম্ভবপর হয়। যাতে তাঁর হৃদয় থেকে রুমীর হৃদয়ে আনন্দ এবং দিব্যজ্ঞান পবিত্রভাবে,

প্রাঞ্জলভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে প্রবাহিত হতে পারে, যাতে ভালোবাসার ঐশীশক্তির প্রভা সমভাবে উজ্জ্বল থাকে এবং যাতে বর্তমানে আমরা ধরিত্রীর বিনষ্টি অথবা বিনষ্টির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর ও রুমীর ভালোবাসা এবং এর আবেগময় আনন্দবার্তার দিকে ফিরে চাই এবং নিজেদেরকে এবং বিশ্বকে রক্ষা করি। রুমী লিখেছেন :

তাবিরেজ থেকে শামস্-ই-তাবরিজের মুখমণ্ডল উদিত হয়েছে।
শামস্ হচ্ছেন তিনি যাঁর মাধ্যমে আলোক বিশ্বে প্রবিষ্ট হয়।

কেবলমাত্র এখন আমরা শামস্-এর উপলব্ধির মর্মবাণীর গভীরতা অনুধাবন করতে পারি এবং তাঁর আত্মোৎসর্গের ঝুঁকির গৌরব অনুমান করতে সক্ষম হই যাঁর ফলে এই ভাবসঞ্চালন সম্ভব হয়েছিল।

তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের একটি বিবরণে বলা হয়েছে, ১২৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো একদিন বাজারের কফি বিক্রয় বিপণি থেকে রুমী একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে বার হয়ে আসছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা পায়ে হেঁটে তাঁর অনুসরণ করছিল। হঠাৎ শামস্ দৌড়ে এসে তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরলেন এবং রুমীকে জিজ্ঞাসা করলেন : কে মহীয়ান বায়েজিদ না মোহাম্মদ? মৌলানা রুমী উত্তর দিলেন, কী আশ্চর্যজনক প্রশ্ন, কারণ মোহাম্মদ শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। শামস্ প্রশ্ন করলেন, "তা হলে এর অর্থ কী। নবি ঈশ্বরকে বলেছেন, তোমাকে যতটা জানা উচিত ছিল আমার ততটা জানা হয় নাই। তাঁর বায়েজিদ বলেছেন, আমি গৌরবময়। আমার মর্যাদা কত উচ্চ।" এই কথা শোনামাত্র রুমী হতচেতন হলেন। তাঁর জ্ঞান ফিরলে তিনি শামস্-এর হাত ধরে তাঁর বিদ্যাপিঠে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করলেন।

তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের আরও দু'টি বর্ণনা আছে; এর প্রতিটিতেই রুমীর উপর শামস্-এর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। এরকম হওয়াই উচিত ছিল, নাহলে যথাসময়ে শামস্ তাঁর সত্তার সারবত্তা রুমীকে বোঝাতে সক্ষম হতেন না। একটি ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, মাওলানা তাঁর গৃহে ছাত্রদল এবং পুস্তকসমূহ-পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় শামস্ উদ দিন সেখানে প্রবেশ করে তাঁকে সম্ভাষণ করে প্রশ্ন করলেন, "এগুলো কি?" রুমি উত্তর দিলেন, "তোমার বোধগম্য হবে না।" তাঁর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে একটি অগ্নিপিণ্ড পুস্তকগুলির উপর নিপাতিত হলো এবং পুস্তকসমূহ ভস্মীভূত হলো। রুমী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "এটা

কী?" শামস্ উত্তর দিলেন, "তোমার বোধগম্য হবে না।" এবং সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, শামস্ যখন কোনিয়ায় আসেন রুমী তখন একটি ঝরনার পাশে তাঁর পুস্তকসমূহ নিয়ে বসেছিলেন। শামস্ প্রশ্ন করলেন, "এগুলো কী?" মাওলানা উত্তর দিলেন, "এগুলো বাক্য। কিন্তু তুমি এর কী বুঝবে?" শামস্ সমস্ত পুস্তক পানিতে ফেলে দিলেন। মাওলানা চিৎকার করে উঠলেন, "তোমার কি দুঃসাহস! এর মধ্যে কিছু পুস্তক আমার পিতার রচিত পাণ্ডুলিপি যা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।" শামস্ তখন একটি একটি করে সকল পুস্তক পানি থেকে তুলে আনলেন; কিন্তু তাদের কোনোটিই জলসিক্ত ছিল না। রুমী জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার গোপন কৌশলটি কী?" শামস্ উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং আধ্যাত্মিক অবস্থান। কিন্তু তুমি এর কী বুঝবে?" এবং তাঁরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন এবং কিছুদিন নির্জনবাস করলেন।

আমার বিশ্বাস প্রথম বর্ণনাটিই সঠিক কারণ এটিই সর্বাপেক্ষা বাস্তব। এর মধ্যে সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে। এর একটি আশ্চর্য নাটকীয় গুণ রয়েছে। রুমী তাঁর খচ্চরের পিঠে এবং ছাত্রবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে চলেছেন। তিনি এক অশ্বারোহী রাজপুত্র, তাঁর অহং-এ রয়েছে জাঁকজমক, বিদ্যা, দীপ্ত এবং ক্ষমতা এবং কোনিয়ার বিপনিকেন্দ্রের মধ্যে, মোটা কৃষ্ণবর্ণের কাপড় গায়ে এক বৃদ্ধ তাঁর কাছে এসে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন যা উদ্ভট মনে হয়, এমন একটি প্রশ্ন যার উপর তাঁর জীবনের পরবর্তীকাল নির্ভরশীল এবং যখন রুমী চিরাচরিতভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন তখন শামস্ এমন কথা বললেন যে, রুমী তাঁর খচ্চরের উপর থেকে পড়ে গেলেন। রুমী তাঁর খ্যাতি, তাঁর সুনাম, তাঁর জাঁকজমক, তাঁর ক্ষমতা থেকেই নিপতিত হলেন। মনে হল যেন শামস্ তাঁর অতীন্দ্রিয় আবেগ এবং প্রজ্ঞার তরবারি দিয়ে রুমীকে খণ্ডিত করে ফেললেন। "কে মহীয়ান, মোহাম্মদ না বায়েজিদ?" শামস্-এর এই প্রশ্নের রুমী চিরাচরিত উত্তর দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি আর কী করতে পারতেন? বিপনিকেন্দ্রের মধ্যে এই উন্মাদের সম্মুখীন হয়ে কোনিয়ার বিশিষ্ট তরুণ পণ্ডিত সাধারণভাবে গ্রহণীয় স্বাভাবিক উত্তরটিই দিলেন : "অবশ্যই মোহাম্মদ নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তিনিই সবচেয়ে গৌরবান্বিত।" শামস্ তখন রুমীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, "তা হলে নবি কেন বলেছেন, তোমাকে যতটা জানা উচিত ছিল আমার ততটা জানা হয় নাই। আর বায়েজিদ বলেছেন, আমি গৌরবময়। আমার মর্যাদা

কত উচ্চ", রুমী কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর জ্ঞান লোপ পেল। প্রকৃতপক্ষে তিনি জ্ঞানশূন্য হননি, তিনি আত্মসমাহিত হলেন, তিনি নির্বাক আনন্দলোকে প্রবেশ করলেন। ঐ মুহূর্তে তাঁর সত্যদর্শন হলো, তিনি এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, বায়েজিদ আত্মার অবর্ণনীয় মর্যাদা এবং গৌরব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা, তাঁর সমস্ত সত্তা, তিনি যা সমস্ত বুঝেছিলেন বলে চিন্তা করতেন, সমস্ত কিছু, সেই শামস্ প্রদত্ত শক্তি এবং ভালোবাসায় সম্পূর্ণভাবে এবং চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই শক্তি এবং ভালোবাসা তাঁকে ধ্বংস করে পুনর্গঠিত করল।

প্রিয়তমের রূপ হঠাৎ করে হৃদয় থেকে তার মাথা উঠাল
দিগন্ত থেকে চন্দ্রোদয়ের মতো, একটি শাখা থেকে উত্থিত পুষ্পের মতো—
বিশ্বের সকল রূপ তাঁর রূপের দিকে ধেয়ে এল,
চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ডের মতো।

এবং রুমী উঠে দাঁড়ালেন, নিঃশব্দে শামসের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর হাত ধরলেন এবং সারাবিশ্বের শত্রুতা ও বোধগম্যতার অতীত হওয়া সত্ত্বেও সেই হাত ধরে থাকলেন, তাঁর গুরুর প্রতি আনুগত্য তাঁকে যে অপরিসীম দুর্দশাগ্রস্ত করেছিল তা সহ্য করেও ধরে থাকলেন। শামসের হস্তের আকর্ষণে তিনি মিথ্যা অহং-এর দহনের ভয়াবহতা এবং সকল পরীক্ষা অতিক্রম করে ক্ষতি, শোক, নিঃসঙ্গতা ও মানসিক বিকৃতির সমীপবর্তী হয়ে এগিয়ে গেলেন, যে পর্যন্ত ভালোবাসার অনল তাঁর কাজ না করল, রুমী 'সুপক্ব' হলেন এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলেন, তিনি এবং শামস্ চিরন্তন প্রভায় এক হয়ে রইলেন—এক ভালোবাসা, এক অগ্নি, এক শক্তি, এক সূর্য।

আরেকবার আমরা শামস্-এর বিজয় মিলনের বর্ণনায় মনোনিবেশ করি, এই পূর্ণ বর্ণনা করেছেন রুমীর পুত্র সুলতান ওয়ালাদ :

সন্ধানী হচ্ছে সে যে খুঁজে পায়, কারণ প্রেমাস্পদই প্রেমিকে পরিণত হয়। অতীন্দ্রিয়তার পথে আমার পিতার সর্বোচ্চ পথপ্রদর্শক ছিলেন শামস্-ই-তাবরিজ। ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল যে, শামস্ কেবলমাত্র তাঁর নিকট প্রতিভাত হবেন এবং কেবলমাত্র তাঁর জন্যই হবেন। অন্য আর কেউ এরূপ দর্শনের উপযুক্ত ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, মাওলানা শামসের মুখমণ্ডল দেখলেন এবং সকল গোপনীয়তা তাঁর নিকট দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি তাঁকে দেখলেন যিনি দৃষ্টিগোচর হন না, তিনি তাঁকে শ্রবণ করলেন যিনি পূর্বে শ্রুত হন নাই। তিনি তাঁর সঙ্গে ভালোবাসায় আবদ্ধ হলেন এবং তাঁর বিলয় ঘটল।

যে-চল্লিশ দিন শামস্ এবং রুমী একান্তে ছিলেন, সেই ক'দিনে এক বিশাল পরিবর্তন সংঘটিত হলো, শামসের হৃদয় থেকে রুমীর হৃদয়ে ঐশী গোপনীয়তা প্রবাহিত হলো, শামস্ যে গোপনীয়তার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আরও দুইটি প্রয়োজনীয় ধাপ রুমীকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। আমরা যখন রুমীর পরবর্তী তিন বৎসরের অতীন্দ্রিয় শিক্ষার কথা চিন্তা করি, তখন তিনি কীভাবে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা ধারণা করতে পারি না, কারণ এই শিক্ষার প্রচণ্ডতা এত মহান, এত বিশাল ও এত কষ্টসাধ্য ছিল! কিন্তু এই দুরন্তগতি, প্রাবল্য, তীব্রতা এবং হিংস্রতার প্রয়োজন ছিল রুমীর পরিবর্তনের জন্য। শামস্ জানতেন যে, তাঁর সময় খুব অল্প, রুমী যা প্রকাশ করার জন্য মনোনীত সেই শিক্ষার জন্য তাঁকে চূড়ান্তভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হতে হবে, নইলে এই শিক্ষা কার্যকর হবে না।

এর পরের ঘটনা হলো: তাদের সম্মানিত, সুদর্শন ও গর্বিত তরুণ গুরু এবং অখ্যাত এক উন্মত্ত দরবেশের মধ্যে যে আবেগপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং রুমী তাঁর জীবনে এই সম্পর্ককে এত গভীরভাবে মর্যাদা দান করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে এত সময় অতিবাহিত করছিলেন যে, রুমীর শিষ্যরা এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে শামস্কে বিদ্রূপ করতো এবং ঘৃণা করতো। তারা শামস্-এর সঙ্গে এত দুর্ব্যবহার করতে থাকল যে শামস্ প্রথমবারের মতো সহসা চলে গেলেন। এই বিচ্ছেদের বেদনায় রুমী উন্মাদপ্রায় হয়ে গেলেন, কারণ এর মধ্যেই তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, শামস্ কত মহান পুরুষ এবং শামস্ এর চিত্ত এবং মনের গভীরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্য লুকানো আছে। তিনি আধ্যাত্মিকভাবে এবং প্রতিবিধানের অসাধ্যভাবে শামস্কে ভালোবেসেছিলেন। সেজন্য প্রথম বিচ্ছেদকালে রুমী উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বেদনায় এতই কাতর হয়েছিলেন যে, যাত্রীগণ এবং ভ্রমণকারীগণ কোনিয়ার যেস্থানে আসতেন সেখানে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করতেন: "তোমারা কি শামস্কে দেখেছ? তোমরা কি শামস্-ই-তাব্রিজকে দেখেছ? কয়েকমাস বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় কালক্ষেপণ করে তিনি শুনতে পেলেন, শামস্ দামাস্কাসে অবস্থান করছেন এবং তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুলতান ওয়ালাদকে শামস্কে ফিরিয়ে আনার জন্য দামাস্কাস পাঠালেন।

সুলতান ওয়ালাদ দামাস্কাস গিয়ে শামস্কে খুঁজে বের করলেন এবং তাঁকে কোনিয়া ফিরে আসতে রাজি করালেন। কোনিয়া ফেরার পথে সুলতান ওয়ালাদ শামসের ঘোড়ার লাগাম ধরে পদব্রজে তিনমাসের পথ অতিক্রম করলেন। সুলতান ওয়ালাদ বর্ণনা দিয়েছিলেন যে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের

বেদনাশেষে যখন শামস্ এবং রুমী মিলিত হলেন, তাঁরা দৌড়ে গিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন এবং "প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে পৃথকভাবে চেনা যাচ্ছিল না।"

পুনর্বার শামস্ এবং রুমী গভীরতম অতীন্দ্রিয় মিলনে মিলিত হলেন। তাঁরা দীর্ঘ আনন্দময় ধ্যানে নিমগ্ন হলেন, তাঁরা নৃত্য করলেন, তাঁরা গাইলেন, এবং তাঁরা ঐশী গোপনীয়তা বিনিময় করলেন এবং ভাবের এই সঞ্চালন দুরন্ত শক্তিতে সংঘটিত হতে থাকল। পুনর্বার শিষ্যদের ঈর্ষা তীব্র থেকে তীব্রতার হতে থাকলো, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের ঈর্ষা বেড়েই চলল, ১২৪৭ খ্রিষ্টাব্দের সেই ভয়ংকর মুহূর্ত পর্যন্ত, যখন রুমীর দ্বারে কেউ করাঘাত করল। শামস্ শান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার সময় এসেছে। আমি যাচ্ছি। মৃত্যু আমাকে আহ্বান করছে।" তিনি সেই রাত্রিতে বের হয়ে গেলেন এবং এরপর তাঁকে আর কেউ দেখেনি।

রুমীকে কেন এই জটিল ও কঠোর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছিল? রুমি স্বয়ং লিখেছেন :
আমার দেহরূপ দ্রাক্ষা কেবল তখনই সুরা হতে পারে
যখন সুরা প্রস্তুতকারী আমাকে পদদলিত করে।
আমার সত্তাকে আমি দ্রাক্ষার মতোই তাঁর পদতলে সমর্পণ করি
যাতে আমার অন্তরাত্মা আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে নাচতে পারে।
যদিও আঙ্গুরের রক্ত ঝরতে থাকে এবং সে ক্রন্দন করে বলে,
"আমি আর সহ্য করতে পারছি না এই যন্ত্রণা, এই নিষ্ঠুরতা"
পদদলিতকারী কানে তুলো গুঁজে বলে: "আমি অবুঝের
মতো কাজ করছি না। তুমি চাইলে আমাকে অস্বীকার করতে পার,
তোমার বহুবিধ কারণ রয়েছে,
কিন্তু আমিই হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে এই কাজে পারদর্শী।
এবং আমার আবেগে মথিত হয়ে তুমি যখন পূর্ণতা লাভ করবে
তখন আমার প্রশংসা করতে তুমি কোনোদিনই ভুলবে না।"

রুমীকে ভালোবাসা দিয়ে বিচূর্ণ করে ভালোবাসায় পরিণত করার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল শূন্য করে ভেঙে আবার পুনর্নির্মিত করার, প্রয়োজন ছিল দগ্ধ করার যাতে অনল তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে এবং সত্তা হিসাবে তাঁর মধ্যে অবস্থান করে তাঁর সত্তাকে সময়মতো স্বয়ং প্রতীকরূপে ব্যবহার করে।

রুমীর যন্ত্রণাভোগের প্রতিটি স্তরের একটি স্বর্গীয় উদ্দেশ্য ছিল। যখন তাঁদের আনন্দময় মিলন অচ্ছেদ্য বলে মনে হচ্ছিল, সেই সময়েই শামস্‌ের সঙ্গে প্রথমবার বিচ্ছেদ রুমীর মধ্যে শামস্‌-এর জন্য অকল্পনীয় মিলনাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল, যাতে রুমীর হৃদয়, মন এবং আত্মার প্রতিটি কোষ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল এবং একটি অন্ধকার শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল যা শামস্‌-এর আলোকোজ্জ্বল উপস্থিতি কামনা করছিল। সেজন্য শামস্‌ যখন ফিরে আসলেন তখন তাঁদের সঙ্গের জন্য রুমীর তীব্র কামনা দ্বারা সৃষ্ট শূন্যগর্ভ পরিশীলিত অন্তরে আর গভীরভাবে, উন্মত্তভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে আলোকিত সত্তা প্রবাহ সঞ্চালিত হতে থাকল।

কিন্তু এটাই "সুরা প্রস্তুতকারীর পদদলিত" করার শেষ পর্যায় ছিল না। একটি শেষ উন্মোচন, পরিত্যাগের একটি শেষ মৃত্যু, একটি শেষ দীক্ষার প্রয়োজন ছিল যার পর রুমী শামস্‌-এর সঙ্গে এবং শামস্‌-এর অবয়বে বিম্বিত চিরন্তন প্রেমাস্পদের সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিত হতে পেরেছিলেন এবং শামস্‌-এর চোখে প্রতিভাত রহস্য উন্মোচনের আলোকচ্ছটায় আলোকিত হতে পেরেছিলেন। অতিক্রম করার জন্য একটি বড় বাধা ছিল—বাধা ছিল যে, যদিও শামস্‌ অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং আলোকময় ছিলেন তবুও জীবিত শামস্‌ রুমী ও চিরন্তন জ্যোতির্ময়তার মধ্যে একটি পর্দার মতো বিরাজ করছিলেন। শাসসের ভালোবাসা এবং তাঁর উপলব্ধির গৌরব রুমীকে ধাপে ধাপে, চেতনা থেকে চেতনান্তরে, ক্ষমতা থেকে ক্ষমতার চূড়ান্ত উপলব্ধির প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। এখন রুমী এবং চূড়ান্ত চেতনার মধ্যে, মাহাত্ম্যের মধ্যে যে-ব্যবধান থাকল তা হলো স্বয়ং শামস্‌, অন্যকথায়, শামস্‌ের প্রতি রুমীর পবিত্র আকর্ষণ। এই সর্বশেষ বাধা অপসারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। শামস্‌কে তাঁর দেহের আশ্রয় থেকে দূরীভূত হতে হয়েছিল, রুমির নিকট থেকে শামসের দৈহিক উপস্থিতি প্রত্যাহৃত হয়েছিল যাতে তাঁর দেহাতীত সত্তা রুমীর হৃদয়ের কন্দরে তাঁর চূড়ান্ত গৌরবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে পারে এবং স্বর্গীয় ভালোবাসা স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে তাঁর বিজয় ঘোষণা করতে পারে।

শামস্‌ের যখন শেষবার অন্তর্ধান ঘটল, সম্ভবতঃ তিনি নিহত হলেন এবং হয়তোবা রুমীর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারাই, তখন রুমী পুনর্বার হতচেতন হলেন। দীর্ঘকাল তিনি কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাননি। শোকে উন্মাদ হয়ে তিনি পথে পথে গান গেয়ে, নেচে এবং কেঁদে বেড়াতেন। নৃশংস বেদনার দহনে মিথ্যা অহংয়ের সর্বশেষ অংশ, আত্মসচেতনতার অবশেষ, শামসের সঙ্গে বিচ্ছেদজনিত পিপাসাদগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তারপর, অতিধীরে, অত্যন্ত

সূক্ষ্মভাবে এই অলৌকিকতা তাঁর কাছে ধরা পড়ল যে, শামনের মৃত্যু ঘটেছে তাঁরই অন্তরে পুনরায় জন্ম নেওয়ার জন্য। বেদনার অনল স্থানকালের ঊর্ধ্বে তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে তাঁর সমগ্র সত্তাকে এবং তাঁকে রূপান্তরিত করেছে স্বর্গীয় স্বর্ণের গৌরবময়তায়। এই আনন্দময় নিশ্চয়তায় রুমি অমরত্বে বিলীন হলেন।

সুলতান ওয়ালাদ বলেছেন, ঐ সময় রুমীগ্ন শামস্ সম্পর্কে বলতেন : "যদিও কায়িকভাবে আমরা তাঁর বহুদূরে রয়েছি—দেহ এবং আত্মা ব্যতিরেকে আমরা উভয়েই এক এবং একই আলোক। তুমি যদি চাও, তবে তুমি তাঁকে দেখতে পার, অথবা আমাকেও দেখতে পার। হে সন্ধানী, আমিই সে, সে-ই আমি! সে-ই সবকিছু এবং আমি তাঁর মধ্যে বিরাজিত...যেহেতু আমিই সে, তবে আমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছি? বর্তমানে আমিই সে এবং আমি আমার কথা বলছি।

এবার আমরা কয়েকটি অসাধারণ কবিতার দিকে দৃষ্টি ফেরাই যেগুলো সৃষ্টি হয়েছিল স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে সেই সর্বজয়ী মিলনে, চূড়ান্ত স্বর্গীয় সত্যের সঙ্গে আত্মার ভালোবাসায়।

বিশ্বে যত কবিতা রচিত হয়েছে তাঁর কোনোটিতে এই মাত্রার আবেগ, বেদনা এবং উজ্জ্বলতা আছে কি না সন্দেহ। রুমি স্বর্গীয় সত্তা অভিমুখে মানুষের যাত্রাপথের সমগ্র ভয়াবহতা ও গৌরবের পথ অতিক্রম করেছেন এবং এই কবিতাগুলোর প্রতিটি অক্ষরে সেই স্বর্গীয় অনলের দহন আমরা দেখতে পাই। প্রতিটি কবিতাই সেই অনলকে প্রচণ্ড ত্বরা, স্বচ্ছতা এবং উন্মত্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে :

আমার জীবন নিজের দু'হাতে নিয়ে আছড়ে পরিষ্কার করছ।
চিরন্তন মানসের নির্মম পাথরের উপর।
যে-পর্যন্ত সাদা না হলো, সে-পর্যন্ত কীভাবে এর রং প্রবাহিত হলো!
তুমি বসে বসে হাসো আর আমি তোমার সূর্যতাপে শুকাই।
সমুদ্র তোমার জন্য আবেগে ফুঁসে ওঠে
মেঘেরা তোমার চরণে মণিমুক্তা ছড়িয়ে দেয়
তোমার ভালোবাসা থেকে একটি বজ্রানল পৃথিবীকে বিদ্ধ করেছে
সেই অনলের যে-ধোঁয়া স্বর্গপানে উত্থিত তা এরই সন্তান।
আমরা কাঁচা ছিলাম আবার পরিপক্ব হলাম
এবং সোনালি বর্ণ ধারণ করলাম

সমুদ্র আমাদের ভয় দেখায় কীভাবে নিমজ্জিত হতে হয়
তা আমরা শিখলাম।
বিশ্বাভিমুখী হয়ে এবং বসে থেকে, আমরা বিশাল ডানা মেললাম।
আমরা সংযত ছিলাম কিন্তু প্রেমের চঞ্চল মাতালে পরিণত হয়েছি।
তুমি আমাকে তোমার নাস্তির আচ্ছাদনে লুকাও
আমার ছায়াকে তোমার অস্তিত্বের আরশিতে বিম্বিত করো
আমি কিছুই না তবুও ফিকে স্বপ্ন হয়ে যাই
যখন তোমার অমরত্ব ক্ষণিকের তরে আন্দোলিত হয়।
এই প্রেম সকল আত্মাকে বলিদান করে, যতই প্রাজ্ঞ, যতই
জাগ্রত হোক না কেন
কোনো তরবারি ছাড়াই তাদের শিরশ্ছেদ করে, কোনো ফাঁসিকাষ্ঠ ছাড়াই
তাদের ফাঁসি দেয়।
আমরা তাঁরই অতিথি যে তাঁর অতিথিদের গিলে খায়
তাঁরই বন্ধু যে বন্ধুদের হত্যা করে...
যদিও সে তাঁর নেত্রপাতে বহু প্রেমিকের জীবননাশ করে
তাঁকেই দাও তোমাকে হত্যা করতে সে কি জীবনবারি নয়?
কখনও, কোনো সময়েই ক্ষুব্ধ হয়ো না : সে-ই বন্ধু
এবং নম্রভাবে হত্যা করে।
তোমার হৃদয়কে মহান রেখো, এই মহান প্রেমের জন্য
সে কেবল ঈশ্বরের সমীপবর্তী রাজন্যদের
এবং আবেগবিহীন ব্যক্তিদের হত্যা করে।
আমরা রাত্রির মতো, পৃথিবীর ছায়া।
সে সূর্যস্বরূপ : সে একটি তরবারি দিয়ে নিশাকে বিদীর্ণ করে
উষালোক সিক্ত....
সেই ব্যক্তি যাঁর নিকট প্রেমের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে
তাঁর অস্তিত্ব থাকে না, সে ভালোবাসায় অন্তর্হিত হয়।
সূর্যের সম্মুখে একটি প্রজ্বলিত মোমবাতি রাখো
এবং এর উজ্জ্বলতাকে সেই অগ্নিকুণ্ডের সামনে হারিয়ে যেতে দ্যাখো,
মোমবাতির কোনো অস্তিত্ব থাকে না, সে আলোকে পরিণত হয়,
ওর কোনো চিহ্ন থাকে না, সে নিজেই চিহ্ন হয়ে যায়....

তুমি আমার আত্মা, আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমার কী করার আছে
আত্মা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে?
আমার জন্য তুমি নিরন্তর প্রবাহিত সম্পদ আমার কী করার আছে
লাভ এবং ক্ষতি নিয়ে?
এই মুহূর্তে, আমি সুরায় আসক্ত অন্য মুহূর্তে আমি তাঁর প্রতি আসক্ত
যে আমায় দগ্ধ করে।
আমি ধ্বংসস্তূপের এই যুগে এসে দাঁড়িয়েছি, তাই আমার কী করার আছে
কালের নাটকীয়তার সাথে?
আমি সমগ্র বিশ্ব দ্বারা আতঙ্কিত, আমি লঙ্ঘন করে এসেছি
সমগ্র বিশ্বকে,
আমি 'লুক্কায়িত'ও নই 'প্রকাশিত'ও নই, আমার কী করার আছে
অস্তিত্ব অথবা স্থান নিয়ে?
আমি তোমার সঙ্গে মিলনেই মাতাল হয়েছি, অন্য কাউকে আমি
চাই না এবং প্রয়োজন নেই এবং গ্রাহ্য করি না।
যেহেতু আমি তোমার শিকার, তাই কেন গ্রাহ্য করব ভাগ্যের ধনুক বা তীরকে?
নদীর তলদেশেই আমার বসবাস, আমি কেন যাব জলের খোঁজে?
আমি বলতে পারি অথবা বলব এই নদী সম্পর্কে যা প্রবাহিত?
আমি অস্তিত্বকে ত্যাগ করেছি, তবে কেন আমি ধুঁকব এই পর্বতের বোঝার নিচে?
যেহেতু নেকড়েই আমার রাখাল, তাই আমি কেন যাব রাখালের ছলনার খোঁজে?
ত্যাগ কী? মত্ততা কী? তুমি পেয়ালা ধরে রয়েছ তোমার হাতে
তুমি যেখানে আছ সেই স্থান প্রশংসিত, এবং মহৎ হৃদয়ের দৃষ্টিতে।
তোমার অনুগ্রহে, প্রতিটি পরমাণু একটি বিশ্ব, জলের প্রতিটি ফোঁটা
একটি আত্মা।
যে-কেউ একবার তোমার কাছ থেকে একটি চিহ্ন পেয়েছে
তার কোনো প্রয়োজন নেই
পুনর্বার 'নাম' বা 'চিহ্ন' নিয়ে চিন্তা করার।
সত্যের সমুদ্রের তলদেশে গৌরবময় একটি স্থান খুঁজতে হলে
ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, ঝাঁপ দিতে হবে নিচে মাথা করে,
তাই আমার কী করার আছে চঞ্চল চরণযুগল দিয়ে?
একেশ্বরের তরবারি দিয়ে তুমি আমাদের জন্য একটি পথ করে দিয়েছ
তুমি আমার সমস্ত বস্ত্র চুরি করেছ তা হলে আমি পথের
পাহারাদারকে কী দেব?

সূর্যের মতো উজ্জ্বল তোমার সৌন্দর্য থেকে, তোমার কুঞ্চিত
কেশদাম থেকে,
আমার হৃদয় আনন্দময় হয়ে উঠেছে, হে আমার আত্মা আমাকে এই
পূর্ণ পেয়ালা দাও,
বেদনা এবং দুঃখের কথা চিন্তা কোরো না, প্রেমের ধ্যান করো,
বন্ধুত্বের ধ্যান করো
অত্যাচার এবং অবহেলাকে মনে ঠাঁই দিও না, তাঁদের কথা ভাবো
যাঁদের দৃষ্টি তোমার উপর নিবদ্ধ।
সকল দুঃখকে 'অনুগ্রহ' নাম দাও, বেদনা এবং যন্ত্রণাকে
রূপান্তারিত করো আনন্দে
এবং আনন্দ থেকে চাও সকল সুখ, সকল নিরাপত্তা, সকল শান্তি।
দাবি করো সেই নিরাপত্তা, সেই শান্তি, এসব দাবি করো,
তাঁদের সঙ্গ বেছে নাও যাঁরা প্রেমে অপসারিত
তাঁদের কথা শোনো যাঁরা তোমার জন্য একটি পথ করে দেয় : শোন, এবং কোনো
কথা বোলো না।

সেই মুহূর্ত সুখের যখন আমরা রাজপ্রাসাদে উপবিষ্ট, তুমি আর আমি
দুইটি আকার দুইটি কায়া কিন্তু একটি আত্মা তুমি আর আমি।
কুঞ্জবনের বর্ণ এবং পাখিদের কূজন অমরত্ব অর্পণ করবে
সে সময় আমরা বীথিকায় আসি, তুমি আর আমি।
আকাশের তারকারা আমাদের অবলোকন করতে আসবে;
যখন আমরা পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রতিভাত হব, তুমি আর আমি।
স্বর্গের উজ্জ্বল পালকধারী পক্ষিকুল হিংসায় জ্বলবে।
ঐ স্থানে আমরা এমনভাবে হাসব, তুমি আর আমি
কী আশ্চর্য যে, এখানে একই কোনায় বসে তুমি আর আমি,
আমি তখন কোনিয়ায়, এবং তুমি যখন খোরাসানে
কী আশ্চর্য, তুমি আর আমি, এক প্রেম; এক প্রেমাস্পদ, এক অগ্নি
এই জন্মে এবং পরজন্মে, অন্তহীন আনন্দের বন্ধনে।

এবার আমরা আরেকটি কবিতা দেখি সম্ভবত যেটি শামস্ সম্পর্কে
রুমীর লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা :
হঠাৎ, ভোরের আকাশে একটি চন্দ্র উদিত হলো,
আকাশ থেকে নেমে এসে

তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে ফেরাল
পাখি শিকারি একটি বাজপাখির মতো,
আমাকে ধরে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে স্বর্গপানে ধাবিত হলো।
আমি যখন আমার দিকে তাকালাম, আমি আমাকে দেখতে পেলাম না।
কারণ এই চাঁদে, আমার দেহ তাঁর অনুগ্রহে আত্মায় পরিণত হয়েছে।
এবং আমি যখন এই আত্মায় পরিভ্রমণ করি, আমি চাঁদ ছাড়া কিছুই দেখি নাই,
যে-পর্যন্ত না ঐশীসঙ্গীতের রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত হলো।
স্বর্গের নয়টি স্তবকই এই চন্দ্রে নিমজ্জিত ছিল।

আমার সত্তার নৌকা সেই সমুদ্রে ডুবে গেল, নিশ্চিহ্ন হলো সমগ্রভাবে।
তারপর, সেই সমুদ্রতরঙ্গে আন্দোলিত হলো, বোধ
নেচে উঠল,
তার সঙ্গীত সৃষ্টি করলো,
সমুদ্র নিল হয়ে উঠলো,
এবং ফেনার প্রতিটি বুদ্বুদ থেকে কিছু উদ্ভূত হলো,
আকার ধারণ করে।
প্রতিটি আলোক বুদ্বুদ থেকে কোনোকিছুর উদ্ভব হলে দেহের
আকার ধারণ করে।
তারপর দেহ-ফেনার প্রতিটি বুদ্বুদ একটি ইঙ্গিত পেল
সেই সমুদ্র থেকে,
মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হলো এবং তরঙ্গপ্রবাহকে অনুসরণ করল।
আমার প্রভুর রক্ষাকারী, পুনর্জাগরণকারী সাহায্য ছাড়া,
তাবরিজের শামস্-উল-হক,
কেউ চন্দ্রের ধ্যান করতে পারত না, কেউ পরিণত হতো না সমুদ্রে।

সেই চাঁদ, গূঢ় জ্ঞানের আলোকমণ্ডিত প্রত্যক্ষ আনন্দময় সৃষ্টি, ভোরবেলা বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল, রুমীকে ধরল, এবং তাঁকে নিয়ে গেল অনুভবের সর্বোচ্চ শিখরে। সেখানে রুমী আত্মার সঙ্গে একীভূত হলেন এবং চূড়ান্ত গোপনীয়তায় দীক্ষিত হলেন, কারণ তিনি যখন আত্মায় ভ্রমণ করছিলেন, সকল ধারণার ঊর্ধ্বে, স্থান এবং কালের ঊর্ধ্বে, তখন তিনি সেই চন্দ্র ছাড়া কিছু দেখেননি যা ছিল স্বয়ং ঐশী দীপ্তি। সবকিছু— তিনি, শামস্, সমগ্র সৃষ্টি, আত্মা—সবকিছু একীভূত ছিল। এবং রুমি আমাদের সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, যা তাঁর হয়েছিল, সেই রহস্যের কথা, যা প্রকাশ

করা যায় না কেবল অনুভব করা যায়, চিরন্তন ঐশীসঙ্গীতের রহস্য, সৃষ্টির মধ্যে এবং সৃষ্টিরূপে ঈশ্বরের অন্তহীন অগ্নি-নৃত্য।

রুমী দেখেছেন এবং জেনেছেন যে, যা-কিছু ঘটে এবং যা কিছু অস্তিত্বময় আর সবকিছু নিজ সৌন্দর্য এবং নিজের প্রতি ভালোবাসায় ঐশী দীপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং তিনি যখন এই সত্য জেনেছিলেন এবং দেখেছিলেন তাঁর নিজের সত্তা সেই দীপ্তির সাগরে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এই বিলুপ্তি থেকে আরও গভীর একটি দর্শন হয়; রুমী দেখেন যে, সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে এবং দীপ্ত সমুদ্রের সেই তরঙ্গের আনন্দময় ফেনা থেকে সকল সৃষ্টির উত্থান ঘটছে। সেজন্য সমুদ্র, সেজন্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে সেই পূর্ণদৃষ্টি রুমী প্রাপ্ত হয়েছিলেন—কীভাবে, প্রতি মুহূর্তে, সকল প্রকাশ্য এবং পৃথক সৃষ্টি গোপনভাবে সেই দীপ্তির উৎসের সঙ্গে এবং একে অপরের সঙ্গে একীভূত। তাঁর ঐশী গুরু শামস্-ই-তাবরিজের রক্ষাকারী এবং পুনর্জাগরণকারী অনুগ্রহে রুমীগ্ন অবশেষে স্বয়ং ভালোবাসার নয়নে পরিণত হয়েছিলেন, ভালোবাসায় নেত্রপাত করেছিলেন, সেই ভালোবাসা অভিমুখে যা বর্ধমান, নৃত্যরত এবং প্রবাহিত এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রেমে দীপ্ত।

প্রেম ভালবাসা একটি অসীম সমুদ্র যাঁর আকাশ ফেনার বুদ্বুদস্বরূপ।
জেনে রেখো যে, এই প্রেম তরঙ্গ আবর্তিত করে
স্বর্গের চাকাকে
ভালোবাসা ছাড়া, বিশ্বের কোনোকিছুই জীবন পেত না।
কীভাবে এক অজৈব পদার্থ একটি বৃক্ষে পরিণত হলো?
কীভাবে বৃক্ষরাজি আত্মার ধনে ধনী হওয়ার জন্য উৎসর্গীকৃত হলো?
কীভাবে আত্মা উৎসর্গীকৃত হলো একটি শ্বাস হওয়ার জন্য,
যে-শ্বাসের একটু গন্ধ মরিয়মকে গর্ভবর্তী করার জন্য
যথেষ্ট ছিল?
প্রতিটি পরমাণু এই পূর্ণতায় মাতাল এবং সেই দিকেই ধাবিত
এবং এই ধাবমানতা গোপানে এই কথাই বলে যে,
"সকল মহিমা ঈশ্বরের"।

ইরা ফ্রিডল্যান্ডারের (শামস্) ভূমিকা

১২০৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বল্‌খে জালালউদ্দিন রুমীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ ধর্মতত্ত্বের একজন সুপরিচিত অধ্যাপক ছিলেন এবং ইবনুল আরাবির লেখার ভক্ত ছিলেন। রুমীর পিতা তৎকালীন রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং সে কারণে ১২১০ সালে সপরিবারে বল্‌খ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

একই বছরে বিখ্যাত আন্দালুসীয় সুফি গুরু ইবনুল আরাবি মক্কা যাওয়ার পথে কোনিয়ায় আসেন। সেখানে তিনি এক বছর অবস্থান করেন এবং শার্দ-আল-দীনকে সুফিতত্ত্বে শিক্ষা দেন। শার্দ-আল-দীন ইবনুল আরাবির একজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ইবনুল আরাবির রচনাসমূহের সঙ্গে রুমীর পরিচয় ঘটান।

বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ এবং তাঁর পরিবার সুদীর্ঘ ষোলো বছর ধরে মক্কা, দামাস্কাস, আর্মেনিয়ার আরজানজান এবং লারান্ডা হয়ে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে থাকেন। লারান্ডায় রুমীর বিবাহ হয়। শোনা যায় যে, তাঁরা যখন নিশাপুর ভ্রমণ করেন তখন বিখ্যাত সুফি কবি ফরিদউদ্দিন আত্তারের সঙ্গে রুমির সাক্ষাৎ হয়। আত্তার তাঁর লেখা একখণ্ড 'রহস্যের পুস্তক' রুমীকে দেন ও আশীর্বাদ করেন। অবশেষে এই পরিবার কোনিয়ায় স্থিতিলাভ করে। সেখানে রুমীর পিতা আনাটোলিয়ার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অধ্যাপকের পদ পান।

১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে বাহাউদ্দিন ওয়ালাদের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র রুমী ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার পাঠাগার এবং পদ পাওয়ার পূর্বে ও পরে রুমী বিদ্যাচর্চায় মগ্ন থাকতেন এবং তাঁকে ঘিরে থাকত শত শত ছাত্র। ১২৩০ সালে বুরহান আলদিন মুশাক্কিক নামে রুমীর পিতার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং শিষ্য কোনিয়ায় আগমন করেন। তিনি একজন প্রকৃত দরবেশ ছিলেন এবং পার্বত্য এলাকার নির্জনতায় ঐশীপ্রেমে বিভোর হয়ে বাস করতেন। কোনিয়ায় এসে তিনি জানতে পারলেন যে, প্রায় এক বছর হয় তাঁর বন্ধু ও শিক্ষক পরলোকগমন করেছেন। সেজন্য তিনি কোনিয়ায় থেকে রুমীর আধ্যাত্মিক শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করতে মনস্থ করলেন। এর পরে নয় বছর ধরে রুমী সুফিধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। তিনি তাঁর শিক্ষকের সঙ্গে এলেপ্পো এবং দামাস্কাস ভ্রমণ করেন। কায়সারি শহরে

বুরহান আলদিন দেহত্যাগ করলে রুমী তাঁর শিক্ষকের গ্রন্থ এবং লেখাসমূহ নিয়ে কোনিয়ায় ফিরে আসেন এবং তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষাদানে ব্রতী হন। তাঁর পরিধেয় পুরাতন ও জীর্ণ একটি কালো পশমের আলখাল্লা ছাড়া আর কোনো সম্বল ছিল না। তিনি আধ্যাত্মিক গুরুর সন্ধানে সব সময় ভ্রমণ করতেন বলে শামস্‌কে 'পরিন্দা' বা পাখি বলেও অনেক সময় সম্বোধন করা হতো। রুমীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর শামস্ রুমীর সমস্ত বই পুস্তক পানিতে ফেলে দিয়ে বললেন : 'তুমি এখন পর্যন্ত যা জান তাঁর সবকিছুই ত্যাগ করতে হবে।' বিব্রত রুমী যখন তাঁর পুস্তকগুলি উদ্ধার করতে সচেষ্ট হলেন তখন শামস্ বললেন, ঐসকল পুস্তকের তাত্ত্বিক জ্ঞান যদি রুমীর কাছে এতই মূল্যবান হয় তবে তিনি বইগুলি পানি থেকে উঠিয়ে আনতে পারেন এবং সেগুলো শুষ্কই থাকবে। কিন্তু রুমী তা চাইলেন না এবং তাঁরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

ঈশ্বরের মহিমার আশ্রয়ে তাঁরা দুজন এক আত্মায় পরিণত হলেন। রুমী ছিলেন শিক্ষক এবং গুরু শামস্ এক অজানা অনুঘটক যিনি জ্ঞাত ছিলেন এবং নিজ জ্ঞান সম্পর্কে নিজের জানা ছিল। তাঁদের এই সম্পর্কের জন্য রুমীর শিষ্য যাঁরা তাঁকে 'আমাদের প্রভু' বলে সম্বোধন করতেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন।

এই দু ব্যক্তির মধ্যে ঐশী মহিমা প্রতিভাত ছিল। তাঁরা দুজন একে অপরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতেন। পৃথিবীর মতো রুমীর কাজ ছিল মানবচেতনাকে উন্নীত করা এবং সূর্যরূপ শামস্‌কে প্রদক্ষিণ করে চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়া। ঐশী-চৈতন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার এই আনন্দের কথাই সুফিরা বলে থাকেন। রুমী এক সময় মহান সুফিসাধক মনসুর হাল্লাজের মৃত্যুর কথা বলতেন। 'তিনি স্বয়ং পরম সত্য' এই দাবী করার জন্য হাল্লাজের দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করা হয়। রুমী তখন বলেন যে, তিনি যা জানেন সেকথা উচ্চারণ করলে তাঁর দেহকে কুচিকুচি করে ফেলা হবে। যখন প্রচারিত হয় যে, কেউ সত্যকে উপলব্ধি করেছেন তখন সেজন্য তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়।

শামস্‌কে তাঁর জ্ঞানের জন্যে জীবন দিতে হয়। আর অতীন্দ্রিয়বাদী রুমীর গোপন প্রজ্ঞা গ্রহণ করতে কেউই প্রস্তুত ছিল না, এবং তিনি তাঁর হৃদয়ে সেই জ্ঞানকে ধারণ করেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁদের প্রিয় শিক্ষকের মনোযোগ হারিয়ে রুমীগ্নর ছাত্রেরা ঈর্ষান্বিত হন কিন্তু অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে তাঁরা চিন্তা করতে পারেননি ঈশ্বরপ্রমত্ত এই দুই

ব্যক্তি একাধারে একশত একদিন কী করছিলেন যাঁর ফলে তাঁরা মহাজাগতিক দীপ্তি বিকিরণ করছিলেন, যাঁর ফলে তাঁদের সত্তার অন্তস্তল থেকে শান্তি প্রবাহিত হচ্ছিল, বিশ্বের সকল বন্ধন তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং কীভাবে মানুষ এ-অবস্থানে উন্নীত হতে পারে যা তাঁর অন্তরের বিকাশের জন্য প্রয়োজন অথচ তাঁর পার্থিব বেষ্টনীর এত দূরে।

রুমীর ছাত্রেরা শামস্‌কে কোনিয়া থেকে বহিষ্কার করেন। শামস্ পালিয়ে দামাস্কাস চলে যান এবং সেখানে দুবছরকাল অবস্থান করেন। কিন্তু যাঁর মধ্যে তাঁর আপন সত্তা প্রতিফলিত হতো সেই প্রিয় বন্ধু বিহনে রুমী প্রচণ্ড একাকিত্ব অনুভব করতে থাকেন এবং পুত্র সুলতান ওয়ালাদকে দামাস্কাস প্রেরণ করেন। সুলতান ওয়ালাদ শামস্‌কে খুঁজে বের করে সম্মান ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সমস্ত পথ সুলতান ওয়ালাদ শামসের ঘোড়ার রজ্জু ধরে স্বয়ং পায়ে হেঁটে এসেছিলেন।

দু পরম বন্ধু পুনর্বার মিলিত হলেন কিন্তু রুমীর কিছু শিষ্য এই পুনর্মিলন সহ্য করতে পারল না। তারা শামস্‌কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল।

১২৪৭ সালের মে মাসের এক মঙ্গলবার শামস্-ই-তাবরিজ তাঁর প্রিয় আধ্যাত্মিক ভ্রাতার সঙ্গত্যাগ করে বাগানে পদক্ষেপ করলেন। তখনই তাঁর হত্যাকারীরা তাঁকে ঘিরে ধরে ছুরিবিদ্ধ করল। অন্তিম মুহূর্তে তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উচ্চারিত হলো :'নেই কোনো নারী আল্লাহ পুরুষ আল্লাহ ছাড়া' এ ধ্বনি হত্যাকারীদের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করল এবং তারা সবাই জ্ঞান হারাল। জ্ঞান ফেরার পর তারা দেখতে পেল কেবল কয়েকবিন্দু রক্ত পড়ে আছে, শামসের দেহ কোথাও পাওয়া গেল না।

এ-হত্যার চল্লিশতম দিনে রুমী শোকের পোশাক পরিধান করলেন। বুকখোলা সাদা আলখাল্লা আর বাদামি রঙের উঁচু টুপি। পায়ে দিলেন অমসৃণ পাদুকা। প্রেমাস্পদের চিন্তায় বিভোর হয়ে তিনি বাগানের একটি স্তম্ভের চতুর্দিকে ঘূর্ণিত হতে থাকতেন। এইভাবেই দরবেশদের ঘূর্ণন আরম্ভ হয়। তিনি এইভাবে ঘূর্ণায়মান থেকে যেখানে নিহত শামস্ পড়েছিলেন সেখানে আসতেন এবং তাঁর হৃদয় উন্মাদনায় বিদীর্ণ হতো। নিঃশব্দে তিনি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করতেন।

১২৭৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী ইহলোক ত্যাগ করেন। সেদিন ছিল রোববার, সন্ধে ঘনিয়ে আসছে এবং সূর্যাস্তের রক্তরাগ কোনিয়ায় আকাশকে রঞ্জিত করে তুলেছে।

হজরত ইনায়েত খান একটি সুফিকাহিনী বলতেন। এক গ্রামের পাশে একটি প্রাচীন রহস্যময় প্রাচীর ছিল। কেউ যখন ঐ প্রাচীরের উপর উঠত তখন সে

ওপারে তাকিয়ে একবার হাসতো তারপর লাফ দিয়ে ওপারে চলে যেত, আর কোনোদিন ফিরে আসত না। এ-ঘটনায় গ্রামের লোকেরা কৌতুহলী হয়ে উঠল যে, প্রাচীরের ওপারে এমন কী আছে যাঁর আকর্ষণে লোকেরা ওপারে চলে যায়। তাদের গ্রামে তো সুখময় জীবনযাপন করার সকল উপাদানই বর্তমান, কোনোকিছুর অভাব নেই। সেজন্য তারা একটা ব্যবস্থা করলো। তারা স্থির করল এরপর যখন কেউ প্রাচীরের উপর উঠতে চাইবে তখন তাঁর পায়ে একটা শেকল বেঁধে দেওয়া হবে যাতে সে লাফ দিয়ে ওপারে না চলে যেতে পারে এবং তাকে তারা টেনে নিচে নামাতে পারে। এরপর তা-ই হলো। যে-প্রাচীরের উপর উঠতে চাইছিল তাঁর পায়ে শেকল বেঁধে দেওয়া হলো। লোকটি প্রাচীরের উপর উঠে কী যেন দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়ে হাসল। প্রাচীরের নিচের লোকেরা কৌতুহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য টেনে নামিয়ে আনল। কিন্তু হতাশ হয়ে তারা দেখতে পেল যে, লোকটি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে, কোনোকিছুর বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

ইয়া হজরত মাওলানা
সকল প্রশংসা আমাদের প্রভুর
ঈশ্বর তাঁর গোপনীয়তা রক্ষা করুন।

—শামস্ (ইরা ফ্রিডল্যান্ডার)

হৃদয় হল শস্যকণার মতো, আর মানুষ যাঁতাকল
যাঁতা কি জানে সে কেন ঘোরে?
দেহ যদি যাঁতাকলের মতো, চিন্তা জলের স্বরূপ
—যা যাঁতাকে ঘোরায়, আর
যাঁতা সশব্দে ঘোরে, জল তাঁর ঘূর্ণি অনুভব করে;
জল বলে: কলের যন্ত্রীকে প্রশ্ন করো, কে এই জলকে
কলের চাকার ভেতর প্রবাহিত করে?
যন্ত্রী তোমাকে উত্তর দেবে : হে রুটিভোজী,
যাঁতাই যদি না ঘুরত. তবে রুটিওয়ালা কে থাকত?
অনেক আশ্চর্য জিনিস ঘটবে নিঃশব্দতায়!
ঈশ্বরকে বলো যেন তোমাকে জ্ঞাত করান।

—জালালউদ্দিন রুমী

১.

তুমি যদি ভালোবাসার প্রেমিক হও এবং ভালোবাসা সন্ধান করো
তবে, একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা নিয়ে লজ্জার কণ্ঠচ্ছেদ করো।
জেনে রেখো খ্যাতি হচ্ছে এই পথে একটি বিরাট বাধাস্বরূপ;
এই কথাটি আগ্রহহীনভাবে বলা, এটিকে খোলামনে গ্রহণ করো।
কোথায় উন্মত্ত ব্যক্তিটি সহস্রপ্রকার উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল,
সেই মনোনীত উন্মাদটি করছিল, তখনই পর্বতারোহণ করছিল,
তখনই বিষপান করছিল, আর তখনই মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছিল।
মাকড়সাই যখন এত বড় শিকার ধরতে পারে
তখন দ্যাখো 'আমার প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ'—এর ফাঁদ কী কাজে লাগে!
যখন লায়লার তনুশ্রীকে ভালোবাসা এত মূল্যবান হয় তখন
তিনি তাঁর ভৃত্যকে রাত্রিকালে গ্রহণ করেছিলেন-কি করতে পারেন?
তুমি কি ওয়াইসা এবং রামিনের দিওয়ান দেখনি?
তুমি কি ওয়ামিক ও আদ্রার কাহিনী পাঠ করনি?
পরিধেয় বস্ত্র জল থেকে রক্ষা করার জন্য তুমি তা গুটিয়ে নিচ্ছ
কিন্তু তোমাকে সহস্রবার সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে হবে।
প্রেমের পথ সর্বদাই হীনতা এবং থরথর মাতলামোয় ভরা
কারণ জলস্রোত সর্বদাই নিম্নগামী তা ঊর্ধ্বগামী হবে কী করে?
তুমি জানো প্রেমিকদের অঙ্গুরীয় খাঁজকাটা হীরকখণ্ডের মতো
হে প্রভু, তুমি যদি খাঁজের ক্রীতদাস হও।
যেভাবে ভূমি এ-আকাশের ক্রীতদাস,
যেভাবে এ-দেহ আত্মার ক্রীতদাস।
তা হলে বলো, ভূমি এ-সম্পর্কের দ্বারা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো?
অঙ্গসমূহের প্রতি যুক্তি কতই-না দয়া প্রদর্শন করেছে?
হে পুত্র, লেপের নিচে ঢাক বাজালে কোনো কাজ হয় না;
বীরের মতো মরুর মধ্যে তোমার ধ্বজা পুঁতে দাও।
আত্মার কান দিয়ে অসংখ্য শব্দ শুনতে থাকো
সবুজ গম্বুজতলা থেকে উঠে আসা প্রেমিকের উচ্ছ্বাসময় ধ্বনির মতো।
প্রেমের নেশায় যখন তোমার বসন অনাবৃত হয়ে যায়,

তখন স্বর্গের বিজয় আর কালপুরুষের বিহ্বলতা লক্ষ করো!
কীভাবে বিশ্বের উচ্চ ও নীচ অশান্ত
তা প্রেমের দ্বারা, যা উচ্চ ও নিচ হতে শুদ্ধিকৃত!
যখন সূর্য উদিত হয় তখন রাত্রির অমানিশা কোথায় থাকে?
যখন দানের আনন্দ এসেছিল, তখন বেদনা কোথায় পিছিয়ে যায়?
আমি নিশ্চুপ হয়েছি। হে আত্মার আত্মা তুমি বাঙ্ময় হও
যাঁর মুখমণ্ডলের আকাঙ্ক্ষায় সকল পরমাণু ভাষা পেয়েছে।

২.

আমাদের মরুপ্রান্তরের কোনো সীমানা নেই,
আমাদের হৃদয় এবং আত্মার কোনো বিশ্রাম নেই।
বিশ্বের মাঝে বিশ্ব আকৃতির রূপধারণ করেছে
এর কোন আকৃতি আমাদের?
যখন তুমি পথের মধ্যে একটা খণ্ডিত মস্তক দেখতে পাও,
যা আমাদের প্রান্তরে গড়িয়ে আসছে,
ওকে প্রশ্ন করো, ওকে প্রশ্ন করো, হৃদয়ের গোপন তথ্য সম্পর্কে;
কারণ এ থেকেই তুমি আমাদের গোপন রহস্য জানতে পারবে।
কেমন হবে যদি, একটি কর্মের সন্ধান পাওয়া যায়,
যে আমাদের গায়কদের ভাষার সঙ্গে পরিচিত?
কেমন হবে যদি, একটি পাখি উড়ে যায়,
সোলেমানের গোপনবার্তা বহন করে?
আমি কী বলব, আমি কী ভাবব? কারণ এ -কাহিনী
আমাদের সীমিত অনিশ্চিত সত্তার অনেক ঊর্ধ্বে।
কী করে নিশ্চুপ থাকব যখন প্রতি মুহূর্তে
আমাদের যন্ত্রণা আরও যন্ত্রণাময় হচ্ছে?
তিতির আর বাজপাখি একভাবে একত্রে উড্ডীয়মান
আমাদের পাহাড়ি ভূমির ঊর্ধ্বাকাশে;
ঊর্ধ্বাকাশে যা সপ্তম আকাশ,
সেই সুউচ্চে যেখানে আমাদের শনিগ্রহ।

সপ্তাকাশ কি জ্যোতির্ময় গোলকের নিচে নয়?
জ্যোতির্ময় গোলকের অন্তেই আমাদের আবর্তন।
এখানে জ্যোতির্ময় গোলক এবং আকাশের জন্য আকাঙ্ক্ষার
কি স্থান আছে?
আমাদের যাত্রা মিলনেরগোলাপ বাগানের জন্য।
এ-গল্প ছাড়ো। আমাদের জিজ্ঞেস কোরো না,
কারণ আমাদের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে ছিন্নভিন্ন।
সালাহ্ এলহাক উদ্‌দিন তোমার কাছে ঘোষণা করব আমাদের সুলতানের সৌন্দর্য,
সেই রাজার রাজা।

৩.

গতরাতে এক তারকার মাধ্যমে আমি বার্তা পাঠিয়েছিলাম তোমার জন্য
আমি বলেছিলাম : সেই চন্দ্রসম আকৃতির কাছে আমার সেবা উপহার দাও।
নতশিরে আমি বলেছিলাম : 'সেই সেবা নিয়ে যাও সূর্যের কাছে
যে কঠিন শিলাকেও পুড়িয়ে সোনা বানাতে সক্ষম।'
আমি আমার বক্ষ উন্মোচিত করেছিলাম, আমি তাকে ক্ষতগুলি দেখিয়েছিলাম
আমি বলেছিলাম 'সেই প্রেমাস্পদকে আমার সংবাদ দিও. যাঁর পানীয় হচ্ছে বুকের
রুধির।'
আমি সামনে পিছনে দোল খেয়েছিলাম যাতে আমার হৃদয়শিশুটি
শান্ত হয়;
দোলনায় দোলা দিলে একটি শিশু ঘুমিয়ে যায়।
আমার হৃদয়শিশুকে স্তনদান করো, ওর ক্রন্দন থেকে আমাদের বাঁচাও,
হে তুমি, যে প্রতি মুহূর্তে আমার মতো শত অসহায়কে
সাহায্য করে।
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, হৃদয়ের আবাস হচ্ছে মিলনের নগরী
আর কতদিন তুমি এ-অভাগা হৃদয়কে নির্বাসনে রাখবে?
আমি আর সোচ্চার হব না, তবে আমি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হব,
হে সাকি, আমার ক্লান্ত আঁখিপল্লবকে মাতাল করে দাও।

৪.

দাউদ প্রশ্ন রেখেছিল : হে প্রভু, যখন আমাদের তোমার কোনো প্রয়োজন নেই,
তা হলে বলো, এ দুই ভুবন সৃষ্টির পেছনে কোন প্রজ্ঞা কাজ করেছিল?
ঈশ্বর তাঁকে উত্তর দিলেন : 'হে পার্থিব মানুষ, আমি ছিলাম এক লুক্কায়িত ভাণ্ডার;
আমি চাইলাম প্রেমময় দয়া আর উদার দানশীলতার এ ভান্ডারের
উন্মোচন হওয়া উচিত।
আমি একটি আরশি প্রদর্শন করেছিলাম—এর সামনের দিক হচ্ছে হৃদয়,
আর পৃষ্ঠদেশ হচ্ছে বিশ্ব—
এর সামনের দিক যদি তোমার কাছে অজানা থাকে—তবে এর পৃষ্ঠদেশই তোমার
কাছে ভালো।
যখন কাদার সঙ্গে খড় মিশ্রিত হয়, তখন আরশি কীভাবে
কাজ করতে পারে?
তুমি যখন কাদার থেকে খড় সরিয়ে ফ্যাল, তখনই আরশি
পরিষ্কার হয়।
আঙুরের রস ততক্ষণ পর্যন্ত মদে পরিণত হয় না, যতক্ষণ না
তাকে একটি পাত্রে গ্যাঁজানো হয়;
তুমি যদি তোমার হৃদয়কে উজ্জ্বল করতে চাও, তবে তোমাকে কিছুটা
কষ্ট করতে হবে।
দেহের মধ্যে যে-আত্মা নিহিত হলো—তাকে আমার রাজা বললেন :
'তুমি যখন চলে যাও তখনই তুমি আসো, আমার কৃপায় চিহ্নসমূহ কোথায়?
উল্লেখ্য যে, রসায়নের সাহায্যে তামা স্বর্ণে পরিণত হয়
এই বিরল রসায়নের দ্বারা আমাদের তামা পরিবর্তিত হয়েছে।
ঈশ্বরের কৃপায় এই সূর্য মুকুট অথবা মূল্যবান বস্ত্র চায় না
সে শত মানুষের শিরস্ত্রাণ এবং বিবস্ত্রের পরিধেয়।
নম্রতার জন্য যিশুখ্রিষ্ট গাধার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন
এ ছাড়া সমীরণ কীভাবে গর্ধভের পিঠে আরোহণ করে?
হে আত্মা, স্রোতস্বিনীর জলের মতো করে তোমার মস্তককে
অনুসন্ধান এবং অন্বেষার কাজে লাগাও,
এবং হে যুক্তি, চিরন্তন জীবনলাভের জন্য মৃত্যুর পথকে অনুসরণ করো।

যে-পর্যন্ত নিজেকে না ভুলে যাও সে-পর্যন্ত ঈশ্বরকে স্মরণে রাখো,
যাতে তুমি আহ্বান এবং আহ্বানকারী দ্বারা পথভ্রষ্ট না হয়ে
আহূত হিসেবেই বিলীন হয়ে যেতে পারো।

৫.

একটি বাগান তার গোলাপ পুনরুত্থানের পুষ্পের মধ্যে থাকুক-না কেন!
একটি মূর্তি তার সৌন্দর্যের মধ্যে দুটি বিশ্ব ছড়িয়ে থাকুক-না কেন!
প্রভাতে সৌন্দর্যের রাজকুমার গর্বভরে শিকারে যান;
তাঁর নেত্রপাতের তীরে আমাদের হৃদয় যেন বিদ্ধ হয়।
তাঁর নয়ন থেকে আমার নয়নে সর্বদা কী বার্তা প্রবাহিত হচ্ছে।
তাঁর সেই বার্তায় আমার নয়ন আনন্দিত হোক এবং প্রমত্ততায় ভরে উঠুক।
আমি একজন যোগীর দ্বারে আঘাত করেছিলাম
তিনি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।
বলেছিলেন, "যাও, সারাজীবন তুমি যেন শান্তি না পাও।"
তাঁর প্রার্থনার কারণে, বন্ধু আমাকে কোনো শান্তি, কোনো হৃদয় ছেড়ে দেয়নি
যে আমার রুধিরের জন্য পিপাসু—ঈশ্বর তাঁর বন্ধু হোন!
আমার দেহ একটি চন্দ্রের মতো যা ভালোবাসার জন্য দ্রবীভূত হচ্ছে,
আমার হৃদয় জোহরার বীণার মতো—ওর সকল তন্ত্রী ছিন্ন হোক!
চন্দ্র অস্তমিত হওয়া অথবা জোহরা ভগ্ন অবস্থার দিকে লক্ষ কোরো না;
তার যন্ত্রণার মধুরতার দিকে লক্ষ্য করো—তা আরও হাজারগুণ বৃদ্ধি পাক!
তার মুখমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি দ্বারা, হৃদয়ে কোন কন্যা অবস্থিত।
নববিবাহিতের হস্তের মতো বিশ্ব বিশুদ্ধ ও রঞ্জিত হোক!
রক্তমাংসের গণ্ডদেশের প্রতি লক্ষ কোরো না-তা বিকৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়
আধ্যাত্মিক গণ্ডের প্রতি লক্ষ করো—তা আরও মধুর ও প্রার্থনীয় হোক!
কৃষ্ণকায় দেহ কাকের মতো, এবং দেহের বিশ্ব হচ্ছে শৈত্য;
হায়, এই দুটি নিরানন্দতা সত্ত্বেও যে চিরবসন্ত আসে।
এ দুটি নিরানন্দ, চারটি মূল পদার্থের জন্য অস্তিত্বমান থাকে
তোমার দাসদের অস্তিত্ব যেন এ-চারটি ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে!

৬.

হে তুমি, যে দুঃখের দিনে আমার আত্মার শান্তি,
হে তুমি, যে দুর্ভিক্ষের তিক্ততার সময় আমার ভাবের সম্পদ!
কল্পনাও যা ধারণা করতে পারেনি, মেধা যাকে দেখতে পায়নি,
তোমার কাছ থেকে আমার আত্মাকে দর্শন করে, তাই আমি
প্রার্থনাকালে তোমার দিকে চাই
তোমার কৃপায় আমি অনন্তের দিকে আমার প্রণয়দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি,
এ ছাড়া, হে রাজা, ধ্বংসশীল আড়ম্বর আমাকে বিপথে নিয়ে যায়।
তোমার আহ্বান ছাড়াও তোমার আনন্দবার্তা, আর কৃপা,
আমার কানে মধুর, মধুরভাবে ধ্বনিত হয়।
প্রার্থনাকালে নতশির হওয়ার সময়, হে প্রভু, তোমার চিন্তা
সাতটি স্তোত্রের মতোই আমার জন্য প্রয়োজনীয় ও বাধ্যতামূলক।
অবিশ্বাসীদের পাপমোচন তোমার ক্ষমার উপর নির্ভরশীল
কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, তুমি পাষাণ-হৃদয়দের মধ্যে মুখ্য এবং প্রধান।
যদি অন্তহীন দানশীলতা রাজত্বসমূহ এনে দেয়,
যদি লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার আমার সম্মুখে সবকিছু নিয়ে আসে,
আমি আমার সত্তাসহ বিনত হব, আমার মুখমণ্ডল ধূলিতে
নিপাতিত করব,
আমি বলব : 'এসব কিছু থেকে আমার জন্য চাই
তাঁর সেই ভালোবাসা।'
চিরন্তন জীবন, আমার মতে মিলনের ক্ষণ,
কারণ আমার জন্য সেখানে সময়ের কোনো স্থান নেই।
জীবন হচ্ছে পাত্রসমূহ, মিলন তাদের মধ্যে পরিষ্কর এক চুমুক;
তোমাকে ছাড়া পাত্রসমূহ আমাকে ব্যথা দিতে পারে?
এর পূর্বে আমার কুড়ি হাজার আকাঙ্ক্ষা ছিল
তার প্রতি আবেগের জন্য আমার নিরাপত্তার প্রয়োজনও গ্রাহ্য থাকেনি।
তাঁর দয়ার সাহায্যে আমি নিরাপদ হয়েছি, কারণ
অদেখা রাজা আমাকে বললেন : 'তুমি হচ্ছ এ-বিশ্বের আত্মা।'
'তিনি'র অর্থের নির্যাসে আমার হৃদয় এবং মন ভরপুর;

পথের কুকুরের ডাক 'এক'এর মতো শোনায়, আমার কাছেও তিন বা দুই নেই।
তাঁর সঙ্গে মিলনের সময় দেহ মনকে গ্রাহ্য করেনি;
যদিও দেহহীন, তিনি আমার কাছে দৃশ্যমান হয়েছিলেন
তাঁর বেদনায় আমি জ্বরাগ্রস্ত, কিন্তু তাবরিজ তখন তুমি ডাক দাও
আমার যৌবন আমার কাছে ফিরে আসে।

৭.

সেই চন্দ্র, যাকে আকাশ স্বপ্নেও দেখেনি, ফিরে এসেছে
এবং নিয়ে এসেছে সেই আগুন যাকে কোনো জল নেভাতে অক্ষম।
দেহের বাসস্থান দ্যাখো এবং দ্যাখো আমার আত্মাকে,
তাঁর ভালোবাসার পাত্র দিয়ে এত মাতাল করেছে এবং সে করেছে নিঃসঙ্গ।
যখন পানশালার কর্তা আমার হৃদয়ের সাথি হলো
তখন আমার রক্ত পরিণত হলো মদে আর হৃদয় কাবাবে।
যখন চক্ষু তাঁর চিন্তায় ভরে ওঠে, একটি স্বর ভেসে আসে :
'খুব ভালো, হে সুরাপাত্র এবং সাবাস সুরা!'
ভালোবাসার আঙুল শিকড় এবং কাণ্ডকে ছিঁড়ে ফেলে,
প্রতিটি গৃহে যেখানে ভালোবাসার রবিকিরণ নিপতিত হয়।
যখন আমার হৃদয় সহসা ভালোবাসার সমুদ্র দেখতে পায়
সে আমাকে ত্যাগ করে এবং 'আমাকে খোঁজো' বলে ডুব দেয়।
শামসি দিন তাবরিজের মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা হচ্ছে সূর্য
যাঁর চতুর্দিকে হৃদয়সমূহ মেঘের মতো আবর্তিত।

৮.

ঈশ্বরের মানুষ মদ ছাড়াও মাতাল,
ঈশ্বরের মানুষ মাংস ছাড়াও তৃপ্ত।
ঈশ্বরের মানুষ উন্মাদ এবং হতভম্ব,
ঈশ্বরের মানুষের কোনো ক্ষুধা নেই, কোনো ঘুম নেই।
ঈশ্বরের মানুষ দরবেশের কাপড়ে আবৃত রাজা,
ঈশ্বরের মানুষ ধ্বংসস্তূপে ধনভাণ্ডার।

ঈশ্বরের মানুষ বাতাসেরও নয় ধারারও নয়,
ঈশ্বরের মানুষ আগুনেরও নয়, জলেরও নয়।
ঈশ্বরের মানুষ সীমাহীন সমুদ্র,
ঈশ্বরের মানুষ মেঘ ছাড়াই মুক্তা বৃষ্টি করে।
ঈশ্বরের মানুষের রয়েছে শত শত চাঁদ ও আকাশ,
ঈশ্বরের মানুষের রয়েছে শত শত সূর্য।
ঈশ্বরের মানুষ সত্যকে পেয়ে প্রাজ্ঞ
ঈশ্বরের মানুষ পুস্তক ছাড়াই শিক্ষিত।
ঈশ্বরের মানুষ নাস্তিকতা ও ধর্মের উর্ধ্বে,
ঈশ্বরের মানুষের কাছে সত্য ও মিথ্যা একই।
ঈশ্বরের মানুষ অস্তিত্বহীনতার উর্ধ্বে উত্থিত,
ঈশ্বরের মানুষ গৌরবের সঙ্গে সযত্নে রক্ষিত।
ঈশ্বরের মানুষ লুক্কায়িত, শামসি দিন;
ঈশ্বরের মানুষকে খুঁজে বের করতে হয়।

৯.

প্রতি মুহূর্তে ভালোবাসার কণ্ঠস্বর দক্ষিণ ও বাম থেকে ভেসে আসছে।
আমার স্বর্গ অভিমুখে ধাবিত– ভ্রমণ করার ইচ্ছে কার আছে?
আমরা স্বর্গে ছিলাম, আমরা দেবদূতদের বন্ধু ছিলাম;
সেখানেই রাজাধিরাজ আমাদের যেতে দাও, কারণ সেই আমাদের দেশ।
আমরা স্বর্গ থেকেও উচ্চে এবং দেবদূতদেরও বড়;
আমরা কেন উভয়কে অতিক্রম করে যাব না? আমাদের লক্ষ্য চূড়ান্ত মর্যাদা।
ধূলি এবং বিশুদ্ধ পদার্থ বিশ্বের উৎসের মধ্যে কেমন পার্থক্য।
যদিও আমারা অধোগামী হয়েছি, আমরা যথাশীঘ্র ফিরে যাই-এ কোন স্থান?
নবীনভাগ্য আমাদের অনুকূল, আত্মাকে আমাদের কাজ সমর্পণ করেছি;
বিশ্বের গৌরব মোস্তফা আমাদের কাফেলার নেতা।
এ-সমীরণবাহিত সুগন্ধি তাঁরই অলকগুচ্ছ থেকে আগত,
এ-চিন্তার ঔজ্জ্বল্য 'উজ্জ্বল প্রভাতের মতো' গণ্ডদেশ থেকে নির্গত।
তাঁর কপোল দ্বারা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, তাঁর দৃষ্টি চন্দ্রের সহ্য হয়নি;

সেই সৌভাগ্য চাঁদের হয়েছিল— চাঁদ, যে এক বিনীত ভিক্ষুক।
আমাদের হৃদয় 'চাঁদের বিচ্ছিন্ন হওয়া' সর্বদা অবলোকন কর,
নইলে কেন সেই দৃশ্যের দৃশ্য তোমার চক্ষু ছাপিয়ে পড়বে?
'আমি নাস্তি'র তীব্র চিৎকার দেহের তরীকে ধ্বংস করল;
তরী যখন বিচূর্ণ হয় তখন মিলন অর্জিত হওয়ার আরেকটি সময়।
মানবজাতি জলপায়রার মতো সমুদ্র থেকে উত্থিত-আত্মার সমুদ্র;
সমুদ্রে উত্থিত সেই পাখি এখানে বাসা বাঁধবে কেন?
না, আমরা সেই সাগরের মুক্তা, আমরা সেখানেই বাস করব;
নইলে, আত্মার সমুদ্রে কেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি হয়?
এটা মিলন অর্জনের সময়, এটা অনন্তের সৌন্দর্যের সময়,
এটা আনুকূল্য এবং বদান্যতার সময়, এটা পরিপূর্ণ পবিত্রতার মহাসাগর।
দানের আহ্বান উপস্থিত হয়েছে, সমুদ্রের গর্জন এসে গেছে,
মহিমার প্রভাত উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রভাত? না, এ তো ঈশ্বরের দ্যুতি।
কে এই চিত্রিত মূর্তি, কে এই রাজা এবং যুবরাজ?
কে এই প্রবীণ প্রজ্ঞা? এরা সবাই আবরণ।
আবরণের প্রতিকার হচ্ছে এরকম উচ্ছ্বাস,
এ সকল পানীয়ের নির্ঝর হচ্ছে তোমার নিজের মাথা এবং চক্ষু।
মাথার মধ্যে কেবল শূন্য, কিন্তু তোমার মাথা দুটি;
এ-মাথা পৃথিবীর মাটি থেকে, আর ওই বিশুদ্ধ মাথা স্বর্গ থেকে।
মাটিতলে ছড়িয়ে থাকা বিশুদ্ধ মাথাসমূহ,
তুমি জানতে পারো যে, এ-মাথা অপর মাথার উপর নির্ভরশীল।
ওই প্রকৃত মাথা লুক্কায়িত, আর এ আহরিত মাথা প্রকাশিত,
কারণ এ-বিশ্বের পেছনে রয়েছে অসীম ব্রহ্মাণ্ড।
হে পেয়ালা বহনকারী, মশক বেঁধে রাখো, আমাদের পাত্র থেকে সুরা আনো
অনুভূতির পাত্র সরল গিরিপথ অপেক্ষাও সরলতর।
সত্যের সূর্য তাবরিজের দিক থেকে উদিত, এবং আমি তাকে বললাম :
"তোমার আলো একই সাথে সবকিছুর সঙ্গে সংযুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন।"

১০.

তুমি কেমন মুক্তো যে, কেউ তোমার মূল্য দিতে সক্ষম নয়?
এ-বিশ্বে এমন কী আছে যা তোমার দান নয়?
যে তোমার মুখমণ্ডলের থেকে দূরে থাকে,
তার থেকে বেশি শাস্তি আর কী আছে?
যদিও তোমার দাস তোমার উপযুক্ত নয় তবুও তাকে শাস্তি দিও না।
যে দুর্ঘটনার উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে নিপতিত
যে সাঁতার দিয়ে পালাতে পারবে না, যেহেতু সে তোমার বন্ধু নয়।
বিশ্বে কোনো স্থায়িত্ব নাই, এবং যদি তা থাকত,
তাকে নশ্বর বলে ধরে নাও, কারণ সে তোমার স্থায়িত্বের সঙ্গে অপরিচিত।
কত আনন্দিত সেই রাজা যে তোমার নৌকার চালে পরাস্ত!
কত সুন্দর সঙ্গ তাঁর যে তোমা থেকে বঞ্চিত নয়!
আমি সর্বদাই আমার হৃদয় এবং আত্মা তোমার চরণে ছুড়ে দিতে চাই;
আত্মার মাথার উপর সেই ধূলি যা তোমার চরণের ধূলি নয়।
তোমার আকঙ্ক্ষা প্রতিটি পক্ষীর নিকট ধন্য;
যে-পক্ষী তোমাকে চায় না সে কত দুর্ভাগা!
যত কঠিনই তোমার আঘাত হোক আমি তা পরিহার করব না।
হৃদয় কি তোমার যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হয়নি।
তোমার প্রশংসার আর প্রশংসাকারীদের কোনো অন্ত নেই;
কোনো পরমাণু তোমার প্রশংসায় আবর্তিত হচ্ছে না?
সেই তাঁর মতো যাঁর কথা নিজামি কবিতায় বলেছেন,
অত্যাচার কোরো না; কারণ আমি তোমার অত্যাচার সইতে পারি না।
দিগ্বলয়ের সৌন্দর্য ও মহিমা, হে শামসি তাবরিজ,
তোমার কাছে মনেপ্রাণে কোন রাজা ভিখারি নয়?

১১.

হে প্রিয়, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য খুবই সুন্দর এবং মহিমান্বিত,
কিন্তু তোমার নিজ সৌন্দর্য ও সুষমা আরেক বস্তু।
হে তুমি, যে শতবর্ষের বিবরণদানকারী আত্মা,

এমন একটা গুণ দেখাও যা তাঁর সত্তার সমকক্ষ।
তাঁর কল্পনায় চক্ষুর আলো উজ্জ্বল হয়ে আসে,
কিন্তু তাঁর মিলনের সান্নিধ্যে তা ম্রিয়মাণ হয়।
সেই সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি
প্রতি মুহূর্তে আমার হৃদয়-ওষ্ঠ জপে চলেছে 'ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ'
হৃদয়ের একটি চক্ষু সর্বদা তোমাকে প্রার্থনা করে।
আহ্, সেই প্রার্থনা কীভাবে হৃদয় এবং চক্ষুকে ভরিয়ে তোলে!
তোমার ভালোবাসা ক্রীতদাসের সোহাগ অভ্যাসে দক্ষ
নতুবা সেই ভালোবাসার যোগ্য হৃদয় কোথায়?
প্রতিটি হৃদয় যা তোমার সান্নিধ্যে একটি রাত্রিযাপন করেছে
তা উজ্জ্বল একটি দিবসের মতো, সেজন্য তোমার সান্নিধ্য আলোকিত।
প্রতি ব্যক্তি যারা লক্ষ্যহীন তারা তোমার শিষ্যের মতো
লক্ষ্যের সাদৃশ্যহীন লক্ষ্য কারা লাভ করে।
প্রতিটি হীনজন যারা এই ভালোবাসায় দগ্ধ হয়েছে এবং নিপতিত হয়েছে
তারা কাউসারে পতিত হয়েছে, কারণ তোমার ভালোবাসা কাউসার স্বরূপ।
মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আমার চরণ পৃথিবীর ধূলি স্পর্শ করে না
আমি যখন তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন হই, তখন আমার হাত মাথার উপর ন্যস্ত হয়,
হে হৃদয়, শত্রুদের এই অত্যাচারে দুঃখিত হয়ো না,
চিন্তা করো যে, প্রেমাস্পদই বিচারকর্তা।
শত্রু যদি আমার মলিন মুখ দেখে আনন্দিত হয়,
তবে আমার এই মলিন মুখ রক্তিম গোলাপসৃষ্ট।
যেহেতু আমার প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত
আমার দুঃখ কত বিশাল এবং আমার প্রশংসা কত দীন!
হ্যাঁ, এক হীন পীড়িত হতভাগ্যের জন্য এটাই নিয়ম,
বেদনা যাঁর অপার তার বিলাপের ভাষা মূক।
শামসি দিন তাবরিজ থেকে চন্দ্রমা উদ্ভাসিত হয়েছিল
না, চন্দ্র আর কতটুকু? ওটা হচ্ছে চন্দ্রমার পরম মুখচ্ছবি।

১২.

তুমি যা-ই দ্যাখো না কেন তাঁর আদিরূপ স্থানহীন বিশ্বে রয়েছে;
আকার যদি ধ্বংস হয়, কোনো ক্ষতি নেই, কারণ এর প্রকৃত রূপ চিরন্তন।
যত সুন্দর আকৃতি তুমি দেখেছ, যত গভীর আলাপ তুমি শুনেছ,
মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না যে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কারণ তা সত্য নয়।
যেহেতু উৎসমুখ অমর, এর শাখায় সর্বদাই জলধারা প্রবাহিত;
যেহেতু এর কোনোটাই শেষ হবার নয়, তা হলে কেন তুমি দুঃখ করছ?
আত্মাকে একটি নির্ঝররূপে চিন্তা করো, এবং সকল সৃষ্টিকে নদীরূপে
যখন নির্ঝর প্রবাহিত হয়, নদীর ধারা থেকে যায়।
দুঃখকে তোমার মাথা থেকে দূর করে দাও এবং নদীর জল প্রাণভরে পান করো;
ধারা শেষ হবে ভেবো না; কারণ এই জল অন্তহীন।
যে-মুহূর্ত থেকে তুমি এ সৃষ্ট জগতে এসেছ,
তোমার সামনে একটি মই রাখা হয়েছে, যাতে তুমি পলায়ন করতে পারো।
প্রথমে তুমি খনিজ ছিলে, তারপর উদ্ভিদে পরিণত হও,
তারপর হয়েছ জীব—এটা তোমার কাছে কীভাবে গোপন থাকতে পারে?
এরপর তোমাকে জ্ঞান, যুক্তি আর বিশ্বাস দিয়ে মানুষ বানানো হয়েছে;
দেহের দিকে লক্ষ করো, তা ভূমি-গহ্বরেরই একটি অংশ, ওটা
কতটা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে!
তুমি যখন নররূপ থেকে ভ্রমণ করা শুরু করেছ,
তুমি অবশ্যই দেবদূতে পরিণত হবে;
তুমি যখন বিশ্বের কাজ শেষ করো; তোমার স্থান হয় স্বর্গে।
দেবদূত পর্যায় থেকে আবার চলে যাও; সেই মহাসমুদ্রে প্রবেশ করো,
যাতে তোমার বিন্দুটি সাগরে পরিণত হতে পারে যা শত শত ওমান সাগর।
এই 'দ্বৈত'কে ত্যাগ করো,বলো : 'অদ্বৈত' সমস্ত হৃদয় দিয়ে;
তোমার দেহ জরাগ্রস্ত হলে কী আসে যায়, যখন তোমার আত্মা
তরুণ থাকে?

১৩.

তা-ই ভালো হতো, যে-আত্মা প্রকৃত ভালোবাসাকে আবরণের মতো ধারণ করে না
যদি না থাকত এর অস্তিত্ব লজ্জাজনক।

আকণ্ঠ ভালোবাসা পান করো, কারণ একমাত্র ভালোবাসারই অস্তিত্ব আছে;
ভালোবাসার ব্যবহার না হলে প্রেমাস্পদের কাছে যাওয়া যায় না।
ওরা বলে, 'ভালোবাসা কী' ? বলে, 'ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করা।'
যে ইচ্ছা হতে পলায়ন করতে পারেনি, তাঁর কোনো ইচ্ছা নেই।
প্রেমিক রাজাধিরাজের মতো তার চরণতলে দুই বিশ্ব;
রাজা তাঁর চরণের নিচে কী আছে সেদিকে লক্ষ করে না।
প্রেমিক এবং প্রেমই অনন্তজীবন লাভ করে;
কোনো ক্ষুদ্র কিছুতে তোমার মনোনিবেশ কোরো না : কারণ মন তো ধার করা।
কতক্ষণ তুমি মৃত প্রেমাস্পদকে আলিঙ্গন করে থাকবে?
সেই আত্মাকে আলিঙ্গন করো যা কোনোকিছু দ্বারা আলিঙ্গনকৃত নয়।
বসন্তে যাঁর জন্ম হেমন্তে তাঁর মৃত্যু ঘটে,
কিন্তু ভালোবাসার গোলাপ বসন্তের প্রারম্ভ থেকে কোনো সাহায্য পায় না।
বসন্তে যে গোলাপ ফোটে একটি কাঁটা তাঁর সঙ্গী হয়,
দ্রাক্ষারস থেকে যে-মদ সৃষ্ট তা শিরঃপীড়ামুক্ত নয়।
এ-পথে কিছু আশা করে চেয়ে থেকো না;
ঈশ্বরের দিব্যি, আমার থেকে অধিকতর মন্দমৃত্যু আর নেই।
তুমি যদি মেকি না হও, তবে খাঁটি মুদ্রার দিকে নজর দাও,
তোমার কানে যদি দুল না থাকে, তবে এই গভীর কথায় কান দাও।
দেহের ঘোড়ার উপর প্রকম্পিত হয়ো না, হালকাভাবে পায়ে হেঁটে চলো;
যে দেহের উপর অবস্থিত নয় ঈশ্বর তাকে পাখা দেন।
সকল চিন্তা বাদ দিয়ে হৃদয়কে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করো,
যেমন কোনো চিত্র বা প্রতিবিম্ব ছাড়া একটি আয়না।
যখন এটি প্রতিচ্ছবিমুক্ত হয়, তখন এর মধ্যে সকল প্রতিচ্ছবি থাকে;
কোনো মানুষই এই স্বচ্ছ দর্পণের জন্য লজ্জিত হবে না।
তোমার যদি একটি স্বচ্ছ দর্পণ থাকে, তাতে নিজেকে দ্যাখো,
কারণ দর্পণ সত্য বলতে লজ্জিত বা ভীত নয়।
যেহেতু এ ইস্পাতের মুখ প্রভেদের দ্বারা বিশুদ্ধতা অর্জন করেছে,
হৃদয়ের মুখ যদি ধূলিধূসরিত না হয় তবে তাঁর কী প্রয়োজন?

কিন্তু ইস্পাত ও হৃদয়ের মধ্যে একটাই প্রভেদ
একটি গোপনীয়তা রক্ষা করে, অপরটি করে না।

১৪.

সে বলল : দরজায় কে?
আমি বললাম : তোমার নগণ্য দাস।
সে বলল : তোমার কি দরকার?
আমি বললাম : তোমাকে অভিবাদন জানাতে এসেছি।
সে বলল : তুমি কতক্ষণ দ্বারে করাঘাত করবে?
আমি বললাম : যতক্ষণ তুমি না ডাকো।
সে বলল : তুমি কতক্ষণ প্রদীপ্ত থাকবে?
আমি বললাম : পুনর্জনমের দিন পর্যন্ত।
আমি ভালোবাসার দাবি করলাম, আমি শপথ করলাম
বললাম যে ভালবাসার জন্য আমি শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা হারিয়েছি।
সে বলল : একজন বিচারক কোন দাবির জন্য সাক্ষ্য চায়?
আমি বললাম : অশ্রুধারাই আমার সাক্ষ্য, মুখমণ্ডলের মলিনতা আমার প্রমাণ।
সে বলল : তোমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়; তোমার চক্ষু কুলষিত।
আমি বললাম : তোমার বিচারের গৌরবে তারা ন্যায়শীল ও পাপমুক্ত।
সে বলল : তুমি কী চাও?
আমি বললাম : নিশ্চয়তা এবং বন্ধুত্ব।
সে বলল : তুমি আমার কাছে থেকে কী আশা করো?
আমি বললাম : তোমার সর্বব্যাপী অনুগ্রহ।
সে বলল : তোমার সঙ্গী কে ছিল?
আমি বললাম : তোমার চিন্তা, হে রাজাধিরাজ।
সে বলল : কে তোমাকে এখানে ডেকেছে?
আমি বললাম : তোমার পেয়ালার ঘ্রাণ।
সে বলল : কোন স্থান সবচেয়ে সুখপ্রদ?
আমি বললাম : রাজপ্রাসাদ।
সে বলল : ওটা জনহীন কেন?

আমি বললাম : দস্যুর ভয়ে।

সে বলল : কে দস্যু?

আমি বললাম : এ-বিষয়রাশি।

সে বলল : কোথায় নিরাপদ?

আমি বললাম : ত্যাগ ও নিষ্ঠার মধ্যে।

সে বলল : ত্যাগ কি?

আমি বললাম : মুক্তির পথ।

সে বলল : বিপদ কোথায়?

আমি বললাম : তোমার ভালোবাসার নৈকট্যে।

সে বলল : তুমি সেখানে কীভাবে এলে?

আমি বললাম : দৃঢ়তার সঙ্গে।

আমি তোমাকে দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষা করলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না;

পরীক্ষিতকে যে পুনরায় পরীক্ষা করে তাঁর অনুতাপ আসে।

শান্তি! আমি যদি তাঁর অতীন্দ্রিয় বাক্যগুলি উচ্চারণ করি,

তুমি উন্মাদ হবে, কোনো দ্বার কোনো ছাদই তোমাকে রুদ্ধ করতে পারবে না।

১৫.

যে-গৃহ থেকে সর্বদাই বেহালাবাদনের শব্দ ভেসে আসে,

তাঁর কর্তাকে জিজ্ঞেস করো এটা কিসের নিবাস।

এ মুক্তিরূপের অর্থ কী, যদি এ-গৃহ কা'বা হয়ে থাকে?

এবং ঈশ্বরের এ-আলোকের অর্থ কী, যদি এটি পারসিকদের মন্দির হয়?

এ-গৃহে কিছু সম্পদ আছে যা ধারণ করার জন্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও খুব ক্ষুদ্র;

এ-গৃহ এবং এর কর্তা সবাই অভিনয় করছে এবং ছলনা করছে।

এ গৃহে হস্তক্ষেপ কোরো না, কারণ এ-গৃহ একটি রক্ষাকবচ;

এর কর্তার সঙ্গে কথা বোলো না, কারণ সে সারারাত মদ্যপান করেছে।

এ গৃহের সকল ধূলিকণা এবং জঞ্জাল হচ্ছে মৃগনাভি এবং সুগন্ধি;

এ-গৃহের ছাদ এবং দরজা হচ্ছে ছন্দ এবং সুর।

সংক্ষেপে, যে এ-গৃহের প্রবেশপথ পেয়েছে

সে বিশ্বের রাজা এবং সময়কালের মালিক।

হে প্রভু, একবার এ ছাদ থেকে তোমার মাথা নত করো,
কারণ তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে আছে সৌভাগ্যের লক্ষণ।
আমি তোমার আত্মার শপথ করে বলছি যে, তোমার অবয়বের দৃশ্য ছাড়া সমস্ত,
যদিও তা সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব হচ্ছে কল্পনা এবং কাহিনী।
কোনটি পত্র এবং কোনটি পুষ্প তা জানতে বাগান হতবুদ্ধি;
কোনটি ফাঁদ এবং কোনটি টোপ তা বুঝতে পাখিরা বিভ্রান্ত।
এ হচ্ছে স্বর্গের প্রভু, যাকে বৃহস্পতি এবং চন্দ্রের মতো দেখায়,
এ হচ্ছে ভালোবাসার গৃহ, যাঁর কোনো সীমা বা অন্ত নেই।
একটি মুকুরের মতো, আত্মা তাঁর হৃদয়ে তোমার প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করেছে;
তোমার কুন্তল হৃদয়ে চিরুনির মতো বিদ্ধ হয়েছে।
যেহেতু মহিলাগণ ইউসুফের উপস্থিতিতে তাদের হস্ত ছিন্ন করে,
হে আত্মা, আমার কাছে এসো, কারণ প্রেমাস্পদ আমাদের মধ্যে আছেন।
সমগ্র গৃহটি মাতাল—কারোরই জানা নেই।
যারা ভেতরে প্রবেশ করে সে যে-কেউ অথবা যে-কেউ।
প্রমত্ত হয়ে দরজায় বসে থেকো না, শীঘ্র গৃহের ভেতরে এসো;
চৌকাঠে যাঁর অবস্থান সে অন্ধকারেই থাকে।
যারা ঈশ্বরে মাতাল, তারা সহস্র হলেও, প্রকৃতপক্ষে এক
যারা কামনায় মাতাল, তারা এক হলেও, সে হচ্ছে দ্বিধাবিভক্ত।
সিংহদের বনে যাও এবং ক্ষতকে গ্রাহ্য কোরো না,
কারণ চিন্তা এবং ভয় হচ্ছে নারীদের মিথ্য রচনা।
কারণ সেখানে কোনো ক্ষতি নেই সর্বত্রই দয়া ও ভালোবাসা,
কিন্তু তোমার কল্পনা দরজার পেছনে হুড়কোর মতো।
কাঠে আগুন ধরিয়ে দাও এবং হে হৃদয়, নিশ্চুপ থাকো;
তোমার জিহ্বাকে সংযত করো, কারণ তোমার জিহ্বা ক্ষতিকর।

১৬.

তোমার মুখমণ্ডল দেখাও, কারণ আমি চাই ফলের বাগান এবং গোলাপ বাগিচা;
তোমার ওষ্ঠ উন্মোচিত করো, কারণ আমি প্রচুর মিষ্টতা চাই।
হে সূর্য, মেঘের অবগুণ্ঠন ভেদ করে তোমার মুখ দেখাও,

কারণ আমার প্রার্থনা সেই দীপ্ত উজ্জ্বল অবয়ব।
তোমার ভালোবাসার জন্য আমি বাজপাখির বাজনা শুনেছিলাম;
আমি ফিরে এসেছি, কারণ সম্রাটের হস্ত আমার প্রার্থিত।
তুমি ছলনা ভরে বললে, 'আমাকে আর বিরক্ত কোরো না, বিদায় হও!'
আমার প্রার্থনা তোমার সেই উচ্চারণ, 'আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।'
এবং তোমার বিদায় বাণী, 'চলে যাও, তিনি গৃহে নেই',
এবং সেই পরিবেশ এবং অহংকার এবং দ্বাররক্ষীর সেই রূঢ়তা আমার প্রার্থনা।
হে সুগন্ধি সমীরণ, যা বন্ধুর ফুলবাগান থেকে প্রবাহিত,
আমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হও, কারণ সুদিনের সংবাদ আমার প্রার্থনা।
ভাগ্য-নির্ধারিত রুটি ও পানি প্রবঞ্চক বন্যার মতো;
আমি একটি বৃহৎকায় মাছ এবং আমার চাই ওমানের সাগর।
ইয়াকুবের মতো আমি দুঃখের বিলাপ করছি,
কেনানের ইউসুফের সুন্দর মুখমণ্ডল আমার লভ্য।
ঈশ্বরের শপথ, তোমাকে ছাড়া শহর আমার কাছে বন্দিশালা,
পর্বত এবং মরুর উপর দিয়ে ভ্রমণ আমার আকাঙ্ক্ষা।
এক হাতে মদের পাত্র অপর হাতে প্রিয়ার অলকগুচ্ছ,
বাজারের মধ্যে এরূপ নৃত্য করা আমার সাধ।
আমার হৃদয় এসব দুর্বলচিত্ত সাথিদের সাহচর্যে ক্লান্ত,
আমার কাঙ্ক্ষিত ঈশ্বরের সিংহ জাতের পুত্র রুস্তম।
সৌন্দর্যের অনুভূতি সকল সৃষ্ট জীবেরই আছে,
আমার প্রার্থনা অনুপম সৌন্দর্যের সেই গহ্বর ও সেই খনি।
আমি দেউলিয়া হতে পারি;
কিন্তু আমি ক্ষুদ্র একটি রঙিন স্ফটিক গ্রহণ করব না;
আমার চাই বিরল দ্যুতিময় স্ফটিকের একটি খনি।
এ-লোকটির জন্য আমার অভিযোগ অন্তহীন, আমি ক্লান্ত এবং রোরুদ্যমান;
মদ্যপের চিৎকার এবং ক্রন্দন আমার কাঙ্ক্ষা।
আমার হৃদয় ফেরাউনের অত্যাচারে ক্লান্ত হয়েছে;
আমার চাই ইমরানের পুত্র সুমার অবয়বের উজ্জ্বল জ্যোতি।
তারা বলে, 'তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাঁকে আমার বহুকাল খুঁজেছি'।

যেই জিনিস পাওয়া যায় না তা-ই আমার চাই।
আমি বুলবুলির থেকেও সোচ্চার—কিন্তু কদর্য হিংসার কারণে
যদিও আমি কাতরধ্বনি করতে চাই, আমার জিহ্বা আবদ্ধ।
গতকাল প্রভু একটি প্রদীপ নিয়ে শহরে পরিক্রমণ করছিলেন,
চিৎকার করে বলছিলেন, 'আমি পশু এবং শয়তানদের নিয়ে ক্লান্ত,
একজন মানুষ আমার প্রয়োজন।
সকল চাহিদা এবং সকল কামনা থেকে আমার অবস্থার উত্তরণ ঘটেছে;
অস্তিত্ব অতিক্রম করে অপরিহার্য অবস্থানে চলে যাওয়া আমার লক্ষ্য।
তিনি আমাদের চক্ষুর অন্তরালে, এবং সকল বস্তুই তাঁর থেকে উদ্ভূত;
আমার প্রার্থিত সেই অন্তরালবাসী যাঁর সকল কর্মই প্রকাশিত।
আমার কর্ণ বিশ্বাসের কাহিনী শুনে প্রমত্ত হয়েছিল;
বলো, 'বিশ্বাসের অঙ্গসমূহ এবং দেহ এবং রূপই আমার আরব্ধ।'
আমি নিজে ভালবাসার রবাব, এবং ভালোবাসা আমার রবাব;
আমার চাই আলির হস্ত এবং অন্তর এবং সুরের ঝঙ্কার।
ঐ রবাব বলে, 'প্রতি মুহূর্তে আবেগের সঙ্গে
আমার দয়াময়ের দয়া এবং অনুকম্পা প্রার্থনা করি।
হে ধূর্ত গায়ক, এ-গীতের বাকিটুকু মুখস্থ করো
এভাবে, কারণ এ-ভাবই আমার কাম্য।
উদিত হও, তাবরিজের মহিমা হে সূর্য, ভালোবাসার প্রভাতে;
আমি হুদহুদপাখি সোলায়মানের সান্নিধ্যই আমার কাম্য।

১৭.

আমি সেদিন ছিলাম যখন কোনো নাম ছিল না,
অথবা নামধারী কোনো অস্তিত্বের লক্ষণও ছিল না।
আমার দ্বারা নাম এবং নামধারীদের দৃশ্যমান করা হলো
সেদিন যখন কোনো 'আমি' বা 'আমার' ছিল না।
চিহ্নস্বরূপ প্রেমাস্পদের কুন্তল কেন্দ্রবিন্দুরূপে ব্যক্ত হলো;
তখন সেই সুন্দর কুন্তলদামের অগ্রভাগ অস্তিত্বহীন ছিল।
ক্রুক্স এবং খ্রিষ্টান, একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত,

আমি খুঁজলাম; তিনি ক্রুশে ছিলেন না।
আমি দেব-মন্দিরে গেলাম এবং প্রাচীন প্যাগোডায়;
সেখানে কোনো চিহ্নই ছিল না।
আমি হেরাট ও কান্দাহারের পর্বতে গেলাম;
সেখানে দেখলাম; তিনি পর্বত বা উপত্যাকায় ছিলেন না।
দৃঢ়সংকল্প হয়ে আমি কাফ পর্বতের চূড়ায় উঠলাম;
সে-স্থানে কেবল আনকা পাখির বসবাস ছিল।
আমি খোঁজ করতে কা'বায় গেলাম;
তিনি সেই প্রাচীন এবং নবীনের আবাসস্থলেও ছিলেন না।
আমি ইবনে সিনাকে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম;
তিনি ইবনে সিনার আওতার মধ্যে ছিলেন না।
আমি 'দুই ধনুকের দূরত্বে' পরিভ্রমণ করলাম;
তিনি সেই মহিমান্বিত প্রাঙ্গণেও ছিলেন না।
আমি নিজের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম;
সেখানেই তাঁকে দেখলাম, তিনি আর কোথাও ছিলেন না।
পবিত্র হৃদয় শামসি তাবরিজ ছাড়া
আর কেউ এত মাতাল এবং প্রমত্ত এবং উন্মাদ ছিল না।

১৮.

প্রতিক্ষণ তোমার সামনে আত্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে,
এবং কেবল একটি আত্মার জন্য কার উচিত তোমার কাছে সুপারিশ করা?
তুমি যেখানেই পা রাখ সেখানের ভূমি থেকে একটি শির উত্থিত হয়,
কিন্তু কেবল, কেবল একটি মাথার জন্য কে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে?
তোমার সুগন্ধে বিমোহিত হয়ে যেদিন আত্মা ঊর্ধ্বলোকে যায়,
আত্মা জানে, আত্মাই জানে প্রেমাস্পদের সুগন্ধি কীরকম।
তোমার শিখা যখন মস্তিষ্ক থেকে অদৃশ্য হয়,
মাথা শত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এবং প্রতিটি কেশ আক্ষেপ করে।
সকল আসবাব ত্যাগ করার জন্য, আমি গৃহ শূন্য করেছি;
আমি কৃশ হচ্ছি, যাতে তোমার ভালোবাসা পুষ্ট হয় এবং বৃদ্ধি পায়।

এতবড় লাভের জন্য আত্মাকে বাজি ধরা সবচেয়ে ভালো।
শান্তি! হে প্রভু, এর মূল্য আছে কারণ ঠিক এটিই আত্মা খুঁজছে।
তাবরিজের শামস আল হক, আমার আত্মা তোমার ভালোবাসার অন্বেষায়,
সাগরের উপর জাহাজের মতো, স্বচ্ছন্দে চলছে—পা ছাড়াই।

১৯.

প্রভাতকালে একটি চন্দ্র আকাশে উদিত হলো,
এবং আকাশ থেকে নেমে আমার দিকে চেয়ে থাকল।
শিকারের সময় একটি বাজপাখি যেভাবে অন্য পাখিকে ছিনিয়ে নেয়,
সেই চন্দ্র আমাকেও সেইভাবে ছিনিয়ে নিয়ে আকাশে ধাবমান হলো।
আমি যখন আমার পানে চাইলাম, আমি আমাকে আর দেখতে পেলাম না,
কারণ সেই চন্দ্রের মধ্যে অনুগ্রহভরে আমার দেহ আত্মার সমান হলো।
আমি যখন আত্মার মধ্যে পরিভ্রমণ করলাম, তখন চন্দ্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না,
যে-পর্যন্ত চিরন্তন ঐশীরূপ বিমূর্ত না হলো।
আকাশের নয়টি গোলক সেই চন্দ্রের মধ্যেই সম্মিলিত,
আমার সত্তার পাত্র সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রে লুকানো ছিল।
সমুদ্রে ঢেউ জাগল, এবং আবার প্রজ্ঞা উত্থিত হলো
এবং একটি কণ্ঠস্বর নিক্ষিপ্ত হলো;
এভাবেই এটি হলো এবং এরূপেই এটি ঘটল।
সমুদ্র সফেন হলো, এবং প্রতিটি ফেনার কণায়
কিছু রূপ নিল এবং কিছু দেহধারণ করল।
দেহের প্রতিটি ফেনার কণা, যা ঐ সমুদ্র থেকে ইঙ্গিত পেয়েছে,
মিলেমিশে যাচ্ছে এবং এ-সমুদ্রে আত্মায় পরিণত হচ্ছে।
তাবরিজের শামস্ আল হকের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যতীত
কেউ চন্দ্রও দেখতে পেত না অথবা সমুদ্রও হতে পারত না।

২০.

তার অনুগ্রহের আঁচল ধরে রাখ নইলে হঠাৎ করে সে পালিয়ে যাবে;
কিন্তু তীরের মতো তাঁকে জ্যাযুক্ত কোরো না কারণ সে ধনুক থেকে পালিয়ে যাবে।

কত ছলনাময় রূপ সে গ্রহণ করে, কত চাতুরী সে আবিষ্কার করে!
সে যদি আকার ধারণ করে থাকে, তবে সে আত্মার রূপ ধরে পালিয়ে যাবে।
তাকে আকাশে খোঁজ করো, সে চাঁদের মতো, জলে শোভিত;
আর তুমি যখন জলে নামবে, সে আকাশে পালিয়ে যাবে।
তাকে স্থানহীনে খোঁজ করো; সে তোমাকে স্থানের দিকে ইঙ্গিত দেবে;
তুমি যখন তাকে স্থানে খোঁজ করবে, সে স্থানহীনতায় পালিয়ে যাবে।
তীর যেভাবে ধনুক ত্যাগ করে যায়, তোমার কল্পনার পাখির মতো,
জেনো যে, শাশ্বত নিশ্চয়ই কল্পলোক থেকে পালিয়ে যাবে।
আমি এটা এবং ওটা থেকে পালিয়ে যাব, ক্লান্তিতে নয়, ভয়ে
কারণ আমার কৃপাময় সুন্দর এটা এবং ওটা থেকে পালিয়ে যাবে।
আমি বাতাসের মতো লঘুচরণ, গোলাপের ভালোবাসায় আমি সুগন্ধি সমীরণ,
হেমন্তের ভয়ে গোলাপবাগান থেকে পালিয়ে যাবে।
তার নাম পালিয়ে যাবে, যখন সে উচ্চারিত শব্দের প্রচেষ্টা দেখতে পায়
যাতে তুমি এ-ও বলতে না পারো যে, "এমন একজন পালিয়ে যাবে।"
সে তোমা হতে পালিয়ে যাবে, পাছে তুমি তাঁর চিত্র অঙ্কন কর,
চিত্র ফলক থেকে পালিয়ে যাবে, আত্মা থেকে পালিয়ে যাবে ছাপ।

২১.

এক সুন্দর যে সারারাত ভালোবাসার অধিষ্ঠাত্রী আর চাঁদকে ভালবাসার
কলা শেখায়,
যার দুচোখ তাদের জাদুর দ্বারা স্বর্গের দুচোখকে মোহর করে দেয়।
তোমাদের হৃদয়ের দিকে তাকাও! হে সমর্পিত, আমার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক,
আমি তাঁর সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছি যে কোনো হৃদয় আমার
সঙ্গে মেশেনি।
আমি প্রথমে তাঁর ভালোবাসায় জন্মেছি, আমি শেষে আমার
হৃদয় তাঁকে দিয়েছি,
শাখায় যখন ফল ধরে, তখন সেই শাখাতেই সে ঝুলে থাকে।
তাঁর কুন্তলের গুচ্ছ বলছে, 'ওহো! তুমি দড়ির উপর নাচতে যাও।'
তাঁর গণ্ডের প্রদীপ বলেছে, "কোথায় সেই পতঙ্গ যা

পুড়তে পারে?"
হে হৃদয়, ঐ দড়িতে নাচার জন্য, শীঘ্র যাও, একটি চক্রে পরিণত হও;
যখন তাঁর প্রদীপ প্রজ্বলিত, নিজেকে তাঁর শিখায় নিক্ষেপ করো।
তুমি যখন দগ্ধ হওয়ার পরমানন্দ জানতে পেরেছ,
তখন তুমি আর শিখার অভাব সইতে পারবে না;
জীবনের বারিধারা যদি তোমার কাছে আসেও,
সে তোমাকে অগ্নিশিখা থেকে সরাতে পারবে না।

২২.

একজন বলল, "গুরু শামসই মারা গেছেন।"
এরূপ গুরুর মৃত্যু কোনো ছোট ঘটনা নয়।
তিনি বাতাসে উড়ে যাওয়া কোনো খড়কুটো ছিলেন না,
তিনি জল ছিলেন না যা শীতকালে জমে যায়।
তিনি এমন কোনো চিরুনি ছিলেন না যা বশগুচ্ছের মধ্যে ভেঙে যায়,
তিনি এমন কোনো বীজ ছিলেন না যাঁকে ভূমি বিনষ্ট করে।
ধূলির এই গহ্বরের মধ্যে তিনি ছিলেন স্বর্ণসম্ভার,
কারণ তিনি দুবিশ্বকে যবের একটি দানার মতো মনে করতেন।
বিশ্বের এ-দেহকে তিনি বিশ্বে ছুড়ে ফেলেছেন,
আত্মা এবং উপলব্ধিকে তিনি নিয়ে গেছেন স্বর্গে।
মদের তলানির সঙ্গে মিশ্রিত বিশুদ্ধ নির্যাস
পাত্রের উপরের দিকে চলে আসল আর তলানি আলাদা হয়ে গেল।
দ্বিতীয় আত্মা যাঁকে স্থূলেরা জানে না
আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি তিনি প্রেমাস্পদের কাছে সমর্পণ করেছেন।
প্রিয় বন্ধু, যাত্রাপথে, দেখা হয়
মার্ভ এবং রাই-এর অধিবাসীর সঙ্গে রোমক এবং কুর্দিদের সঙ্গে।
তাদের প্রত্যেকেই ঘরে ফিরে আসে;
একজন বৃদ্ধলোক কীভাবে যুবাদের সাথি হতে পারে?
কম্পাসের কাঁটার মতো নিশ্চুপ থাকো, কারণ সেই রাজাধিরাজ
বাজয়দের পুস্তক থেকে তোমার নাম মুছে দিয়েছেন।

২৩.

এমন কোনো অনুগ্রহ বাকি ছিল না যা মনোরম সুন্দর প্রদান করে নাই।
আমাদের কী দোষ, যদি সে তোমার প্রতি দানশীলতা দেখাতে অক্ষম হয়?
তুমি তীব্র র্ভৎসনা করো কারণ সেই সম্মোহনকারী অত্যাচার দিয়ে গঠিত;
এ দু বিশ্বে কে এমন সুন্দরকে দেখেছে যে অত্যাচারী হয়নি?
তাঁর ভালোবাসা ইক্ষুর মতো, যদিও সে মিষ্টতা দেয়নি;
তাঁর সৌন্দর্য নিখুঁত বিশ্বাস, যদিও সে বিশ্বাস রাখেনি।
এমন গৃহ দেখাও যা সে প্রদীপ দিয়ে ভরিয়ে দেয়নি,
এমন অলিন্দ দেখাও যা তাঁর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য দিয়ে ভরিয়ে দেয়নি।
আত্মা যখন গভীর ধ্যানে বিভোর হয়, সে বলে :
'স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া ঈশ্বরের সৌন্দর্যের প্রতি কেউ মনোযোগ দেয় না'।
এ-চক্ষু এবং সেই প্রদীপ হচ্ছে দুটি আলোক, প্রতিটি পৃথক;
তারা যখন একত্রে এসেছিল, কেউ তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি।
এই প্রতিটি উপমা একাধারে ব্যাখ্য ও ভুল ধারণা;
তাঁর অবয়বের আলোকে হিংসান্বিত হয়ে ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন,
'প্রভাতের দীপ্তির দ্বারা'
অদৃষ্ট পোশাকপ্রস্তুতকারী কোনোদিন কারও জন্য তৈরি করতে পারেনি
একটি পোশাক যা সে ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করেনি।
দিগবলয়ের গৌরব, শামসি দিনের মুখাবয়বের সূর্য,
কোনোদিন সামান্য নশ্বরের উপর প্রতিভাত হয়নি কিন্তু সে
তাকে চিরন্তন করেছে।

২৪.

মৃত্যুর দিন যখন আমার শবদেহ বহন করা হবে,
ভেবো না যে আমার হৃদয় এ-বিশ্বে আছে।
আমার জন্য কেঁদে 'হায়, হায়' বলে বিলাপ কোরো না।
তুমি শয়তানের ফাঁদে পড়বে—ওটাই হচ্ছে বিলাপ।
তুমি যখন আমার শবযাত্রা দেখবে, 'প্রস্থান, প্রস্থান' বলে চিৎকার কোরো না।
আমার জন্য সেই সময় মিলন এবং একত্রিত হওয়া।

আমাকে যদি তুমি কবরে শয়ান করাও, বলো না 'বিদায়, বিদায়'।
কারণ কবর হচ্ছে একটি পর্দা যা স্বর্গের সঙ্গে যোগাযোগকে লুকিয়ে রাখে।
অবতীর্ণ হওয়া অবলোকন করে, পুনরুত্থানের চিন্তা করো;
চন্দ্র এবং সূর্যের কাছে অস্তগমন ক্ষতিকর হবে কেন?
তোমার কাছে অস্তগমন মনে হতে পারে, কিন্তু এটি উদয়;
যদিও কাঠের বাক্সকে বন্দিশালা মনে হতে পারে, কিন্তু আত্মার মুক্তি।
কোন বীজ মাটিতে পড়ে অঙ্কুরিত হয়নি?
তা হলে মানবরূপ বীজের প্রতি তোমার এ-সন্দেহ কেন?
কোন বালতি নিম্নগামী হয়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়নি?
তা হলে আত্মার ইউসুফ কূপের কাছে কি নালিশ জানাবে?
এদিকে তোমার মুখ বন্ধ করে অপরদিকে খোল,
কারণ স্থানহীন বায়ু তোমার বিজয়সঙ্গীত হবে।

২৫.

আমার দিকে তাকাও, কারণ তুমি কবর আমার সঙ্গী
সে-রাতে যখন তুমি বাড়ি এবং দোকান ছেড়ে চলে যাবে।
তুমি কবরে শূন্যতার মধ্যে আমার ডাক শুনতে পাবে : ওটা আমার
কাছে পরিচিত মনে হবে।
জানবে যে তুমি কোনো সময় আমার দৃষ্টির অন্তরালে ছিলে না।
আমি তোমার বক্ষে যুক্তি এবং মননের মতো
আনন্দ এবং সুখের সময়, দুঃখ এবং বেদনার সময়।
হে আশ্চর্য রাত্রি, যখন তুমি সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে,
তখন বেতের আঘাত থেকে পলায়ন করো, এবং পিঁপড়ার
বিভীষিকা থেকে উঠে এসো!
ভালোবাসার প্রমত্ততা, উপহার হিসেবে, তোমার কবরে নিয়ে আসবে,
মদ দয়িতা এবং মোমবাতি মাংস মিষ্টি এবং সুগন্ধি।
মননের প্রদীপ সে সময় প্রজ্বলিত করা হয়,
কবরবাসী মৃত ব্যক্তিদের থেকে কীরকম জয়সঙ্গীত বেজে ওঠে।
গোরস্থানের মাটি তাদের চিৎকারে বিস্মিত হয়েছে,

পুনর্জ্যন্মের ঢাকের শব্দে, মৃত্যু থেকে অভ্যুত্থানের আড়ম্বরে।
তারা তাদের কাফন ছিঁড়ে ফেলেছে, তারা ভয়ে তাদের দু কান
চেপে ধরে আছে;
শিঙ্গার নিনাদের কাছে মস্তিষ্ক এবং কান কী?
যাতে তোমার ভুল না হয়, তোমার চোখের দিকে তাকাও,
যাতে তোমার কাছে দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টব্যের মূল একই রূপে প্রতিভাত হয়।
তুমি যে-দিকেই তাকাও, আমার আকার তোমার দৃষ্টিগোচর হবে,
তুমি নিজের দিকেই দ্যাখো,, অথবা ঐ হৈচৈ এবং গোলযোগের দিকে।
বিকৃত দৃষ্টিকে বাদ দাও, এবং তোমার চোখকে নিয়োগ করো,
কারণ ঐ মুহূর্তে কুদৃষ্টি আমার সৌন্দর্য থেকে বহুদূরে থাকবে।
অগ্রাহ্য কোরো না, আমাকে মানুষের আকারে দেখে যাতে তুমি ভুল না বোঝ,
কারণ আত্মা খুব সূক্ষ্ম, তাঁর ভালোবাসা খুব ঈর্ষাপরায়ণ।
অনুভব যদি শতগুণ হয়, আকারের স্থান কোথায়?
আত্মার দর্পণের রশ্মিই বিশ্বকে দৃষ্টিগোচর করে।
তারা কি একমুঠো খাদ্য এবং বেতনের পরিবর্তে ঈশ্বরের খোঁজ করেছিল,
তুমি পরিখার পাশে একজন অন্ধ ভিখারিকেও বসে থাকতে দেখনি।
যেহেতু তুমি আমাদের শহরে প্রণয়ীদৃষ্টির কারবার হিসেবে দোকান খুলেছ,
মুখ বন্ধ রেখে, আলোর মতো, দৃষ্টিই দিয়ে যাও।
অনুপযুক্ত আমি অন্ধকারে রেখে আমার শাস্তি রক্ষা করি;
তুমিই হচ্ছ একমাত্র উপযুক্ত; রহস্য আমার নিকট আচ্ছাদিত রয়েছে।
তাবরিজের সূর্যের মতো পূর্বদিক থেকে এসো
বিজয়ের তারকা এবং বিজয়ীর পতাকাকে অবলোকন করো।

২৬.

সর্বদাই আমার হৃদয় থেকে আমি প্রেমাস্পদের সুগন্ধ পেতে থাকি
তা হলে কেন আমি প্রতিরাত্রে আত্মাকে আমার বক্ষে ধারণ করব না?
গতরাতে আমি ভালোবাসার বাগানে ছিলাম; তখনই এই চিন্তা আমার মাথায় এল;
আমার চোখ থেকে তাঁর সূর্য উঁকি দিল, অশ্রুর নদী বইতে
শুরু করল।

তার হাস্যোজ্জ্বল ওষ্ঠ থেকে যে-হাস্যময় গোলাপ নির্গত হয়
তা অস্তিত্বরূপ কাঁটাকে পরিহার করেছে, জুলফিকারকে এড়িয়ে গেছে।
প্রান্তরের মধ্যে প্রতিটি বৃক্ষ প্রতিটি ঘাস গুচ্ছ নাচছিল,
কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে তারা আবদ্ধ এবং নিশ্চল ছিল।
হঠাৎ করে একদিকে আমাদের সাইপ্রেস বৃক্ষ আবির্ভূত হলো,
যাতে বাগান উন্মত্ত হলো এবং ময়দান হাততালি দিল।
আগুনের মতো একটি মুখ, আগুনের মতো মদ এবং প্রজ্বলিত ভালোবাসা—
তিনটিই মনোরম;
এই মিশ্রিত আগুনের কারণে আত্মা চিৎকার করে বলছিল :
'আমি কোথায় পালাব?'
পবিত্র একত্বের বিশ্বে সংখ্যার কোনো স্থান নেই,
পাঁচ এবং চারের বিশ্বে অপরিহার্যরূপে সংখ্যা বিদ্যমান থাকে।
তোমার হাত দিয়ে তুমি শত সহস্র আপেল গুনতে পারো;
যদি তুমি তাদেরকে একটি করতে চাও, তবে সবগুলিকে গুঁড়িয়ে ফ্যালো।
লক্ষ করো, বর্ণমালার প্রতি মনোযোগ না দিলে, হৃদয়ের এই ভাষা কিছুই না;
বর্ণের বিশুদ্ধতা কর্মের উৎস থেকে উদ্ভূত একটি গুণ।
শামসি তাবরিজ রাজকীয় মর্যাদায় আসীন, এবং তাঁর সম্মুখে
আমার ছন্দ আগ্রহী ভৃত্যের মতো বিন্যস্ত।

২৭.

একটি বৃক্ষ যদি পা বা ডানা দিয়ে চলাচল করতে পারত,
তবে তাকে করাতের বেদনা বা কুঠারের আঘাত সহ্য করতে হতো না।
এবং সূর্য যদি ডানা এবং পায়ের দ্বারা সারারাত চলমান না থাকত,
তা হলে প্রভাতকালে বিশ্ব কীভাবে আলোকিত হতো?
এবং যদি লবণাক্ত জল সমুদ্র থেকে আকাশে উঠে না যেত,
তা হলে কীভাবে বাগান নদী ও বৃষ্টি দ্বারা সজীব হয়ে উঠত?
একটি ফোঁটা যখন নিজগৃহ ত্যাগ করে ফিরে আসল,
সে একটি আবরণ পেয়ে মুক্তায় পরিণত হলো।
ইউসুফ কি তাঁর পিতাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় কাঁদেনি?

ভ্রমণ করে সে কী ধনসম্পদ, রাজত্ব এবং বিজয় লাভ করেনি?
মোস্তফা কি মদিনার দিকে ভ্রমণ করেননি,
তিনি কি সার্বভৌমত্ব এবং শ্লথ জনপদের প্রভু হননি?
তোমার যখন পা নেই তখন তুমি নিজের মধ্যেই ভ্রমণ করো,
যেভাবে চুনির খনি সূর্যকিরণ থেকে রক্তিমতা পায়।
হে প্রভু, নিজের ভিতর থেকে বের হয়ে নিজের ভেতরে ভ্রমণ করো,
কারণ সেই ভ্রমণ দ্বারা বিশ্ব স্বর্ণের খনি হয়ে ওঠে।
পচনের অম্লতা এবং তিক্ততা থেকে মিষ্টতার দিকে এগিয়ে যাও,
যেভাবে লবণাক্ত মাটির থেকে হাজার ধরনের ফল জন্ম নেয়।
তাবরিজের গর্ব এ-সূর্য থেকে এসব অলৌকিক ঘটনা দ্যাখো,
কারণ প্রতিটি বৃক্ষই সূর্যকিরণ থেকে সৌন্দর্য লাভ করে।

২৮.

রাতে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'হৃদয়ের গৃহে কে অবস্থান করছ?'
সে বলল, 'যার অবয়ব দেখে চন্দ্র এবং সূর্য লজ্জিত হয় সেই আমি।'
সে জিজ্ঞেস করল, 'হৃদয়ের এ-গৃহ কেন অন্যসব চিত্রে ভরে আছে?'
আমি বললাম, 'ওসব তোমারই প্রতিচ্ছবি, হে তুমি, যাঁর মুখমণ্ডল
চিগিলের মোমবাতির মতো।'
সে বলল, 'হৃদয়ের রক্ত মাখানো, অন্য এই ছবিটি কিসের?'
আমি বললাম, 'এটা আমারই ছবি, যাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত এবং পা
পাঁকে পুঁতে গেছে।'
আমি আমার আত্মার ঘাড় বেঁধে একটি নমুনাস্বরূপ তাঁর কাছে নিয়ে এলাম
ও হচ্ছে ভালোবাসার অন্তরঙ্গ বন্ধু; তোমার নিজের অন্তরঙ্গকে বলিদান কোরো না।'
সে আমাকে সুতার একপ্রান্ত ধরিয়ে দিল—ঝামেলা এবং ছলনাময় একটি সুতা-
সে বলল, 'টানো, আমি টানব কিন্তু টানার সময় এটা ছিঁড়ে ফেলো না।'
আমার আত্মার তাঁবু থেকে সুন্দরতর হয়ে বের হয়ে এল
আমার প্রেমাস্পদের কান্তি;
আমি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম; সে আমার হাতে আঘাত
করে বলল, 'ছেড়ে দাও।'

আমি বললাম, 'তুমি এরকমই রূঢ়'। সে বলল, 'জেনে নাও'।
'আমি ভালোর জন্যই রূঢ়, হিংসা বিদ্বেষের জন্য নই।
'এই আমি' বলে যে প্রবেশ করে আমি তার প্রূতে আঘাত করি;
সে মূর্খ! কারণ এটি হচ্ছে ভালোবাসার দেউল, ভেড়ার খোঁয়াড় নয়।'
প্রকৃতই সাম দিসি হচ্ছেন সেই সুন্দরের প্রতিচ্ছবি;
তোমার চোখ মোছো, এবং হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি অবলোকন করো, হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

২৯.

আত্মা যখন গৌরবময় উপস্থিতিতে থাকে তখন সে পানা ধারণ
করে না কেন
সুমিষ্ট অনুগ্রহের এক কণ্ঠস্বর তাঁর কাছে এসে বলে : ঊর্ধ্বে?
একটি মাছ ত্বরিগতিতে শুকনো ডাঙা থেকে জলে লাফিয়ে
পড়ে না কেন?
যখন তাঁর কানে শীতল সমুদ্রের তরঙ্গের শব্দ পৌছায়।
একটি বাজপাখি লক্ষ্যবস্তু থেকে উড়ে রাজাধিরাজের দিকে
যায় না কেন,
যখন সে ঢাক ও ঢাকের কাঠির সংকেতে শুনতে পায় 'ফিরে এসো'?
প্রত্যেক সুফি ধূলিকণার মতো নাচতে শুরু করে না কেন,
চিরন্তন সূর্যের নিচে, যে তাকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে?
এরূপ অনুগ্রহ এবং সৌন্দর্য এবং মনোরমতা এবং জীবনপ্রদানকারী।
হে দুর্দশা এবং ভ্রান্তি, যদি কেউ তার থেকে সরিয়ে রাখত!
হে পাখি, তোমার নিজ দেশে উড়ে যাও, উড়ে যাও,
কারণ তুমি খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়েছ, এবং তোমার ডানা
খোলা রয়েছে।
তিক্ত স্রোতধারা থেকে জীবনের জলধির দিকে যাত্রা করো,
ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে আত্মার উচ্চ আসনে ফিরে যাও।
ত্বরা করো, ত্বরা করো! কারণ হে আত্মা, আমরাও আসছি
এ-বিচ্ছেদের জগৎ থেকে মিলনের জগতে।

আর কতদিন, এ-ভূমণ্ডলে, শিশুদের মতো
আমাদের কোল ধূলি, পাথর এবং ছিন্নাংশে ভরব?
এ-বিশ্ব ছেড়ে চলো আমরা যাই স্বর্গের দিকে
শৈশবের বালখিল্যতা থেকে বড়দের ভোজসভায় চলো আমরা যাই।
দ্যাখো এ পার্থিব শরীর তোমাকে কীরূপে আবদ্ধ করেছে।
এ-বস্তা ছিঁড়ে ফেলে ঊর্ধ্বপানে তোমার মাথা ওঠাও।
ভালোবাসার কাছ থেকে তোমার ডানহাতে এ-পত্র নাও;
তুমি তো ছোট শিশু নও যে, তোমার বাম ডান চিনতে পারবে না।
'চলে যাও' ঈশ্বর যুক্তির বার্তাবহকে বললেন,
মৃত্যুর হাতকে সে বলল : 'বিশ্বের কামনাকে শাসন করো'।
আত্মার নিকট একটি কণ্ঠস্বর এল : 'তুমি নিজেকে অদৃশ্যের কাছে
নিয়ে যাও,
লাভ আর সম্পদ গ্রহণ করো, বেদনার জন্য আর দুঃখ কোরো না'।
চিৎকার করে ঘোষণা করো যে, তুমিই রাজা;
উত্তরের অনুগ্রহ তোমারই, এবং প্রশ্নের জ্ঞান তোমারই।

৩০.

সারাবিশ্বের মধ্যে কেবল তোমাকেই আমি প্রার্থনা করি;
তুমি কি আমাকে দুঃখে বসে থাকার যন্ত্রণা দেবে?
আমার হৃদয় তোমার হাত ধরা একটি কলমের মতো,
আমি যদি আনন্দিত বা বেদনার্ত হই তার কারণ তুমিই।
তুমি যা ইচ্ছে কর, তার বাইরে আমার আর কী ইচ্ছে আছে?
তুমি যা দেখাও, তা ছাড়া আমার কী দেখার রয়েছে?
তুমি আমার মধ্যে কখনও গোলাপ ফোটাও কখনও কাঁটা বানাও;
এখনই আমি গোলাপের ঘ্রাণ গ্রহণ করি এবং এখনই কাঁটা তুলি।
তুমি যদি আমাকে সে রকম রাখো আমি সে রকমই;
তুমি যদি আমাকে এরূপ বানাও তা হলে আমি এরূপই।
যে-পাত্রে তুমি আত্মাকে রাঙিয়ে দাও
আমি কে, আমার ভালোবাসা এবং ঘৃণা কী?

তুমি প্রথম ছিলে, এবং তুমিই শেষ থাকবে;
আমার শেষকে আমার সূচনা থেকে উন্নততর করো।
যখন তুমি লুকিয়ে থাক, আমি তখন নাস্তিকদের একজন,
যখন তুমি প্রকাশ্য হও, আমি বিশ্বাসী হই।
তুমি যা অর্পণ করেছ, তা ছাড়া আমার কিছুই নেই
তুমি আমার বক্ষ এবং হস্ত থেকে তবে কি খোঁজ করছ?

৩১.

আত্মসম্পণকারীগণ, কী করা যাবে? আমি তো আমাকে চিনতে পারি না।
না আমি খ্রিষ্টান, না ইহুদি, না অগ্নি উপাসক, না মুসলিম।
আমি পূর্বের নই, পশ্চিমের নই, মাটির নই, জলেরও নই;
আমি প্রকৃতির সৃষ্ট নই, আবর্তনকারী স্বর্গেরও নই।
আমি বিশ্বের নই, জলের নই, বায়ুর নই, অগ্নিরও নই;
আমি জ্যোর্তিময়ের নই, ধূলিকণার নই, অবস্থানের নই, অস্তিত্বেরও নই।
আমি ভারতের নই, চীনের নই, বুলগোরিয়ার নই অথবা স্যাক্সনের নই;
আমি ইরাকেইন রাজত্বের নই, অথবা খোরাসান দেশের নই।
আমি এ-বিশ্বের নই, অথবা পরবর্তীর, স্বর্গের নই, নরকেরও নই;
আমি আদমের নই, অথবা হাওয়ার, স্বর্গোদ্যানের নই অথবা রিজওয়ানের।
আমার স্থান হচ্ছে স্থানহীন, আমার চিহ্ন হচ্ছে চিহ্নহীন;
এটা দেহও নয়, আত্মাও নয়, কারণ আমি প্রেমাস্পদের আত্মায় অবস্থান করি।
আমি দ্বৈতকে দূরীভূত করেছি, আমি দেখেছি যে দুটি বিশ্বই এক;
আমি এককে খুঁজি, এককে চিনি, এককে দেখি, এককে ডাকি।
তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই বাহির, তিনিই অন্তর;
'হে ঈশ্বর' এবং 'হে আমার ঈশ্বর' ছাড়া আমি অন্য কিছু জানি না।
আমি ভালোবাসার পেয়ালা দ্বারা প্রমত্ত, দু বিশ্ব আমার জ্ঞানের
সীমানা থেকে বাইরে গেছে;
হুল্লোড় এবং আনন্দোৎসব ছাড়া আমার অন্য কোনো কাজ নেই।
আমার জীবনে যদি একবার এক মুহূর্তও তোমাকে ছাড়া কাটাই,
সে-সময় এবং সে-মুহূর্ত থেকে আমার জীবনের জন্য অনুতাপ করবো।

এ-বিশ্বে একবার এক মুহূর্তের জন্য তোমার সঙ্গলাভ করি,
আমি উভয় বিশ্বকে পদদলিত করব, আমি চিরকাল বিজয়ের
নাচ নাচব।
হে শামসি তাবরিজ, আমি এ বিশ্বে এত মাতাল হয়েছি,
যে মাতলামো আর হৈহুল্লোড় ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।

৩২.

প্রেমাস্পদ, এ দু বিশ্বে তুমি ছাড়া আর কোনো আনন্দ
আমি খুঁজে পাইনি।
অনেক আশ্চর্য জিনিসই আমি দেখেছি কিন্তু তোমার মতো আশ্চর্য আমি কিছুই দেখিনি।
ওরা বলে অবিশ্বাসীরাই প্রজ্বলিত অগ্নির ভাগীদার
আমি আবু লাহাব ছাড়া আর কাউকেই
তোমার অগ্নি থেকে রক্ষা পেতে দেখিনি।
অনেক সময় আমি হৃদয়ের জানালায় আধ্যাত্মিক কান পেতেছি;
আমি অনেক আলাপই শুনেছি, কিন্তু আমি ওষ্ঠদ্বয় দেখতে পাইনি।
হঠাৎ করে তুমি তোমার দাসের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ
তোমার অসীম দয়া ছাড়া এজন্য আর কোনো কারণ আমি দেখি না।
হে মনোনীত সাকি আমার নয়নের মণি, তোমার মতো কেউ।
পারস্যে আসেনি, এরূপ কাউকে আরবেও আমি পাইনি।
যে-পর্যন্ত না আমি আমা হতে পরিভ্রমণ করি সে-পর্যন্ত আমাকে শারাব দাও;
কারণ অহংরোধে এবং অস্তিত্বে আমি কেবল ক্লান্তই হয়েছি।
হে তুমি যে নবনী এবং মিষ্টসম, হে তুমি যে সূর্য এবং চন্দ্রসম,
হে তুমি যে পিতা এবং মাতাসম, আমি তোমাকে ছাড়া কোনো
স্বজন পাইনি।
হে ধ্বংসাতীত ভালোবাসা, হে স্বর্গীয় চারণ কবি,
তুমি একাধারে অবলম্বন এবং আশ্রয়
তোমার উপযুক্ত কোনো নাম আমি খুঁজে পাইনি।
আমরা লৌহখণ্ডের মতো, এবং তোমার ভালোবাসা চুম্বকের মতো

তুমি সকল আকাঙ্ক্ষার উৎস, আমার মধ্যে আমি কিছুই দেখি না।
নিশ্চুপ হও, হে ভ্রাতঃ! বিদ্যা এবং কৃষ্টিকে দূরে সরাও :
তুমি কৃষ্টির কথা বলত পারো, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া কোনো কৃষ্টি জানি না।

৩৩.

আমি সেই মিনতিকারী যে তোমার কাছে মিনতি করে;
তোমার মতো মোহিনী সঞ্চারিত যন্ত্রণা আমাকে দিয়েছে সহস্র মুগ্ধতা।
তুমি আমার নয়নের সূর্যসমান—সেই আঁখিদ্বয় তোমার সৌন্দর্যে উজ্জ্বল;
আমি যদি তাদেরকে তোমার দিকে থেকে ফিরিয়ে নিই, আমি পুনর্বার
কার দিকে চাইব?
তোমার নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আমি তোমার প্রতি বিচল হব না;
আমি তোমার জন্য অভিযোগ করেছিলাম, তুমি বললে, 'নিজেই
নিজের নিরাময় করো।'
আমি হচ্ছি এমন এক মন যাঁর হৃদয় স্বর্গীয় যন্ত্রণার নিরাময় দান করে।
আমি তোমার হৃদয়ের দুঃখের কথা বলব না, কারণ তা তোমাকে
বিরক্ত করবে;
আমি কাহিনী সংক্ষেপে করব, কারণ আমার কাহিনী দীর্ঘ দুঃখের
আমি একজন শিল্পী, একজন চিত্রকর; আমি প্রতি মুহূর্তে সুন্দর
আকার গঠন করে চলেছি,
এবং তারপর তোমার উপস্থিতিতে তাদের সবগুলোকে গলিত করি।
আমি শত শত মায়ামূর্তি আহ্বান করি এবং তাদের মধ্যে আত্মা স্থাপন করি;
যখন আমি তোমার মায়ামূর্তি দেখি, তখন তাদের অগ্নিতে বিসর্জন দিই।
তুমি কি শুঁড়িখানার মদ সরবরাহকারী অথবা যে অপ্রমত্ত তাঁর শত্রু,
অথবা আমি যত ঘর বানাই সেগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত কর?
তোমার মধ্যে আত্মা বিগলিত হয়, তোমার সঙ্গে সে মিশ্রিত হয়;
শোনো! আমি আত্মাকে লালন করব, কারণ এর সঙ্গে তোমার সুগন্ধ মিশে আছে।
আমার দেহনির্গত প্রতিটি শোণিতবিন্দু তোমার ধূলিকণাকে বলে :
'আমি তোমার ভালোবাসার রঙে রঞ্জিত, আমি তোমার অনুরাগের সঙ্গ।'
পানি এবং মাটির গৃহে এ-হৃদয় তোমাকে ছাড়া নিঃসঙ্গ,
হে প্রিয়, এ-গৃহে প্রবেশ করো, নইলে আমি একে পরিত্যাগ করব।

৩৪.

এ হচ্ছে ভালোবাসা যা স্বর্গপানে ধাবিত,
প্রতি মুহূর্তে শত শত আবরণ ছিন্নকারী।
প্রথম মুহূর্ত হচ্ছে, জীবনকে অস্বীকার করা;
শেষ কাজ হচ্ছে, পা ছাড়াই যাত্রা করা।
এ বিশ্বকে অদৃশ্য বলে গণ্য করা,
নিজের কাছে যা মনে হয় তা না দেখা।
আমি বললাম, 'হে আত্মা, ও তোমায় আশীর্বাদ করুক
প্রেমিকদের দলভুক্ত হয়েছ সেজন্য,
হৃদয়ের ঘোরপ্যাঁচ ভেদ করেছ সেজন্য!
হে আমার আত্মা, এ-শ্বাস কখন তোমার কাছে এসেছিল,
হে আমার আত্মা, কখন থেকে এ-হৃৎস্পন্দন?
হে পাখিরা, পাখির ভাষায় কথা বলো;
আমি তোমাদের গোপন অর্থ বুঝতে পারি।
আত্মা উত্তর দিল, 'আমি স্বর্গীয় কারখানায় ছিলাম
যখন পানি ও কাদার এ-দেহটি নির্মিত হচ্ছিল।
আমি যখন আর বাধা দিতে পারলাম না, ওরা আমাকে টেনে নিল
আমাকে ছাঁচে ফেলে গোলাকার একটি আকৃতি দিল।'

৩৫.

হে প্রেমিকগণ, হে প্রেমিকগণ, বিশ্বকে পরিত্যাগ করার সময় এসেছে;
স্বর্গ থেকে ধ্বনিত বিদায়ের বাদ্য আমার অতীন্দ্রিয় কানে প্রবেশ করছে।
চেয়ে দ্যাখো; চালক প্রস্তুত হয়েছে এবং উটদের সারিবদ্ধ করছে,
এবং তাকে দোষারোপ করতে নিষেধ করছে; হে যাত্রীরা কেন তোমরা ঘুমিয়ে
সম্মুখের ও পিছনের এই শব্দ, যাত্রা শুরার কোলাহল এবং উটের গলার ঘণ্টাধ্বনি
প্রতি মুহূর্তে একটি আত্মা এবং একটি মনন শূন্য চলে যাচ্ছে।
তারকার এসব মোমবাতি থেকে, আকাশের এই নীল শামিয়ানা থেকে
এক আশ্চর্য মানুষ আসবে, যাতে রহস্য প্রকাশিত হয়।
ঘূর্ণায়মান চক্র থেকে গভীর নিদ্রা তোমার উপর এসে পড়েছে

হায় এ-জীবন এত হালকা যে, এত ভারী নিদ্রা থেকে সতর্ক থাকো!
হে আত্মা, প্রেমাস্পদের খোঁজ করো, হে বন্ধু, বন্ধুর খোঁজ করো,
হে প্রহরী, জেগে থাকো : প্রহরীর পক্ষে নিদ্রা শোভা পায় না।
চতুর্দিকে কোলাহল এবং কলরব, প্রতিটি রাস্তায় বাতি এবং মশাল,
কারণ আজ রাত্রে সৃজনোন্মুখ বিশ্ব চিরস্থায়ী এক বিশ্বের জন্ম দিচ্ছে।
তুমি ধূলিকণা ছিলে আত্মা হয়েছ, তুমি নির্বোধ ছিলে প্রজ্ঞাবান হয়েছ;
যে তোমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে সে তোমাকে আরও দূরে নিয়েও যাবে।
যখন সে সন্তর্পণে তোমাকে তার দিকে টানে, তখন যে-বেদনা সে
তোমাকে দেয় তা কত সুন্দর!
তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ো না, তার অগ্নিশিখা জলধারার মতো।
আত্মর মধ্যে অবস্থান করা তার কাজ, অনুতাপের ব্রতভঙ্গ করা তার কাজ;
তার বহু প্রকার কৌশলের ফলে প্রতিটি অণু তাদের কেন্দ্র থেকে কম্পমান।
তোমার গহ্বর থেকে উঠে আসা, হে হাস্যাস্পদ ভাঁড়, তুমি কি বলতে চাও :
'আমি এই বিশ্বের প্রভু'
তুমি আর কতক্ষণ লাফ দেবে? নিজেকে সংযত করো, নইলে তারা
তোমাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে ফেলবে।
তুমিই প্রবঞ্চনার বীজ বপন করেছিলে, তুমিই উপহাসকে প্রশ্রয় দিয়েছিলে,
তুমিই ঈশ্বরকে তুচ্ছ বলে মনে করেছিলে, হে দৃষ্কৃতকারী এখন দ্যাখো!
হে গর্দভ, তুমি খড়ের সঙ্গেই ছিলে, তুমি একটি কড়াই, তুমি কাল হয়েই ছিলে
তুমি একটি কূপের সবচেয়ে নিচেই ছিলে, গৃহ এবং পরিবারের হে আমর্যদাকারী
আমার মধ্যে অপর একজন আছেন যাঁর জন্য এ-চোখে ঝলকানি দেয়;
মনে রেখ, জল যদি পোড়াতে সক্ষম হয়, তবে অগ্নির জন্যই।
আমার হাতে কোনো পাথর নেই, আমার সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই,
আমি কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি না, কারণ আমি গোলাপবাগানের মতোই সুমিষ্ট
তাহলে, আমার চক্ষু অন্য সেই উৎস থেকে এবং অপর কোনো জগৎ থেকে;
এখানে এক বিশ্ব এবং ওখানে এক বিশ্ব, আর আমি উভয়ের মধ্যে বসে আছি
মধ্যস্থলে তাঁরাই একমাত্র যাঁদের বাক্যস্পূরণ স্তব্ধ হয়ে গেছে;
এটুকু ইঙ্গিত উচ্চারণ করাই যথেষ্ট : আর কিছু বোলো না,
তোমার জিহ্বাকে প্রত্যাহার করো।

৩৬.

আমি জানতে পেরেছি তুমি চলে যেতে চাইছ; এ রকম করো না।
যে তুমি তোমার ভালোবাসার নতুন এক বন্ধু এবং সাথিকে অর্পণ করছ;
এরকম কোরো না
যদিও এ-বিশ্বে তুমি বহিরাগত, তুমি বিচ্ছেদ সম্পর্কে জাননি;
তুমি আমাকে এমন প্রাণ-ভারাক্রান্ত হতভাগ্য বানাতে চাও : এ রকম কোরো না
নিজেকে আমাকে নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন কোরো না, অন্যদের কাছে যেও না;
তুমি গোপনে অন্যের পানে চেয়ে থাকছ ! এ রকম কোরো না।
হে চন্দ্র যাঁর জন্য স্বর্গ আত্মহারা,
তুমি আমাকে উন্মাদ এবং হতবুদ্ধি করেছোঃ এরকম কোরো না।
কোথায় সেই অঙ্গীকার এবং কোথায় সেই চুক্তি, যা তুমি আমার সঙ্গে করেছিলে,
তুমি তোমার কথা এবং অঙ্গীকার থেকে সরে যাচ্ছ; এরকম কোরো না।
কেন অঙ্গীকার করেছিলে-কেনইবা এ দৃঢ় ঘোষণা,
কেন শপথবাক্য বা খোশামোদের আশ্রয় নাও? এরকম কোরো না।
হে তুমি, যাঁর সদর কোঠা অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের ঊর্ধ্বে,
এই মুহূর্তে তুমি অস্তিত্ব থেকে অপসৃত হচ্ছ, এরকম কোরো না।
হে তুমি যাঁর আদেশ নরক এবং স্বর্গ পালন করে,
তুমি আমার জন্য স্বর্গকে নরকের অগ্নিসম করে তুলছ; এরকম কোরো না
তোমার ইক্ষুক্ষেত্রে আমি বিষ থেকে রক্ষা পাই;
তুমি চিনির সঙ্গে সেই বিষ মিশ্রিত করে দিচ্ছ; এরকম কোরো না।
আমার আত্মা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মতো, কিন্তু তাও তোমার জন্য যথেষ্ট নয়।
অনুপস্থিত থেকে তুমি আমার মুখমণ্ডলকে স্বর্ণের মতো বিবর্ণ করছ,
এরকম কোরো না।
তুমি যখন তোমার অবয়বকে লুকিয়ে ফ্যালো, শোকাচ্ছন্ন চাঁদ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে;
তুমি চন্দ্রগ্রহণ ঘটাতে চাইছ : এরকম কোরো না।
তুমি যখন কোনো পানীয় আনো তখন আমাদের ওষ্ঠ শুকিয়ে যায়;
তুমি কেন আমার নয়ন অশ্রুসজল করছ? এরকম করো না।
তুমি যদি প্রেমিকদের যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা সহ্য না করতে পারো,
তবে কেন, তুমি যুক্তির চক্ষুকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছ? এ রকম কোরো না।

যে মিতাচারিতায় ক্লান্ত তাকে তুমি মিষ্টান্ন দিতে চাচ্ছ না;
তো রোগীকে তুমি আরও অসুস্থ করে তুলছ! এ রকম কোরো না।
আমার অসংযত চক্ষু তোমার সৌন্দর্যের তস্কর;
হে প্রেমাস্পদ, তুমি আমার তস্করতাপূর্ণ চক্ষুর উপর প্রতিশোধ নাও,
এরকম কোরো না।
এখন প্রস্থান করো, সাথি, এখন বাক্যালাপের সময় নয়;
প্রেমের প্রমত্ততায় তুমি কেন নিজের ভেতর অনধিকার প্রবেশ করছ, এ রকম কোরো না।
তাবরিজের গর্ব শামস্ই দিনের সৌন্দর্য ছাড়া,
যদি এমন হয় যে, তুমি দু বিশ্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছ,
এরকম কোরো না।

৩৭.

সেই মুহূর্ত সুখের যখন আমরা রাজপ্রাসাদে উপবিষ্ট, তুমি আর আমি,
দুইটি আকার এবং দুইটি কায়া কিন্তু একটি আত্মা তুমি আর আমি।
কুঞ্জবনের বর্ণ এবং পাখিদের কূজন অমরত্ব অর্পণ করবে
যে সময় আমরা বীথিকায় আসি, তুমি আর আমি।
আকাশের তারকারা আমাদের অবলোকন করতে আসবে;
আমরা তাদেরকে স্বয়ং চন্দ্রকেই দেখাব, তুমি আর আমি।
তুমি আর আমি, আর স্বতন্ত্র নই, ভাবাবেশে মিলিত হব,
নিরর্থক বকবকানি থেকে দূরে, আনন্দময়, তুমি আর আমি।
হিংসায় স্বর্গের উজ্জ্বল পালকধারী পক্ষিকূল তাদের হৃৎপিণ্ডকে গিলে খাবে
ওখানে আমরা এমনভাবে হাসবো, তুমি আর আমি।
সবচেয়ে আশ্চর্য যে, এখানে একই কোনায় বসে, তুমি আর আমি,
এ-মুহূর্তে একাধারে ইরাক ও খোরাসানে অবস্থানকারী, তুমি আর আমি।

৩৮.

আমি প্রভুর আবাসস্থলে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম: 'প্রভু কোথায়?'
সে বলল : 'প্রভু প্রেমাসক্ত এবং প্রমত্ত এবং একস্থান থেকে অপরস্থানে ভ্রমণশীল'

আমি বললাম : 'আমার একটি দায় রয়েছে, আমাকে কিছু ইঙ্গিত দাও;
আমি প্রভুর বন্ধু; না, তবে অন্ততপক্ষে আমি শত্রু নই'।
তারা বলল : 'প্রভু বাগানের মালিনীর প্রেমে পড়েছেন;
তাঁকে বাগানবাগিচায় অথবা নদীর তীরে খোঁজ করো'।
উন্মত্ত প্রেমিকেরা তাদের ভালবাসার লক্ষ্যের পেছনে ধাবিত হয়;
কেউ যদি প্রেমে পড়ে থাকে, যাও, তার কথা ভুলে যাও!
যে-মাছ জলকে চেনে সে ডাঙায় উঠে আসে না
একজন প্রেমিক কী করে রং এবং সুগন্ধির জগতে বসবাস করবে?
কঠিন বরফ যে একবার অদূরে সূর্যের মুখ দেখেছে,
সে সূর্য দ্বারা গ্রাস হয়েছে, সে যত উঁচু হয়েই জমে থাকুক না কেন।
বিশেষভাবে যে আমাদের রাজাধিরাজের প্রেমিক,
যে-রাজা অতুলনীয় এবং বিশ্বস্ত এবং সুন্দর আচরণকারী।
সেই অসীম রসায়নের দ্বারা, যা কেউ হিসেবও করতে পারে না অনুমানও করতে পারে না,
তামা, যখনই তাকে স্পর্শ করা হয়, এবং আদেশ দেওয়া হয়, 'ফিরে এসো' তখনই সে স্বর্ণে পরিণত হয়।
ঘুমিয়ে জগৎ পার করে দাও, ছয়দিকের বিস্তার থেকে পালিয়ে যাও;
নিজেরে নির্বুদ্ধিতায় এবং উন্মত্ততায় এখানে সেখানে আর কতকাল
তুমি ঘুরে বেড়াবে?
অবশ্যই একদিন তারা তোমার সম্মতিক্রমে নিয়ে আসবে,
যাতে তুমি রাজাধিরাজের উপস্থিতিতে সম্মান এবং গৌরবে ভূষিত হও।
সঙ্গীদের মধ্যে যদি একজন বহিরাগত না থাকত,
যিশুখ্রিষ্ট তোমার কাছে এক এক করে সকল রহস্য উন্মোচন করতেন।
আমি ওষ্ঠের দ্বার বন্ধ করেছি, এবং গোপন পথ খুলে দিয়েছি;
বাক্য উচ্চারণ করার বাসনা থেকে আমি এক মুহূর্তেই মুক্ত।

৩৯.

হে আমার আত্মা, কে সে, যে আমার হৃদয়ের গৃহে বসবাস করছে?
রাজাধিরাজ এবং রাজপুত্র ছাড়া আর কে ঐ আসন অধিকার করতে পারে?

সে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল: 'বলো, তুমি আমার কাছ থেকে কী চাও?'
একজন মাতাল ব্যক্তি কিছু মিষ্টান্ন এবং এক পেয়ালা মদ ছাড়া
আর কী আশা করতে পারে?
আত্মা থেকে অহরিত মিষ্টান্ন, এক পেয়ালা অসীম জ্যোতি,
সেই সত্য-এর গোপনীয়তায় সাজানো এক চিরন্তন ভোজসভা।
মদ্যপায়ীদের ভোজে কতজন ঠগবাজ থাকে!
হে সরল মানুষ, রক্ষা করো যাতে তোমার পতন না ঘটে।
সজাগ হও! প্রত্যাখ্যাতদের চক্রে থেকো না,
তোমার নয়ন কলির মতো বন্ধ হয়, তোমার মুখ গোলাপের মতো খোলে।
বিশ্ব একটি মুকুলতুল্য, তোমার ভালোবাসা হচ্ছে সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি;
হে মানুষ, সম্পূর্ণ থেকে বড় অংশকে আর কখন দেখেছে?
ঘাসের মতো পদে ভ্রমণ করো, কারণ এই কুঞ্জবীথিকায়
গোলাপের মতো প্রেমাস্পদ আরোহণ করছেন, আর সবাই পদচারী।
তিনি একাধারে তরবারি এবং তরবারিধারী, একযোগে নিহত এবং হত্যাকরী,
তিনি একসাথে সকল যুক্তি এবং যুক্তিকে নাকচ করেন।
সেই রাজাধিরাজ মামস্ই দিন—তিনি চিরজীবী হোন,
তাঁর বদান্য বাহুযুগল যেন সর্বদা আমার কণ্ঠে হার হয়ে থাকে!

৪০.

আমি আমার প্রেমাস্পদকে বাড়িতে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম
সে একটি রবাব নিয়ে একটি সুর বাজাচ্ছিল।
অগ্নির মতো স্পর্শ দিয়ে সে একটি মধুর সুর বাজাচ্ছিল,
সারারাত্রির পানোৎসবের জন্য মাতাল, প্রমত্ত এবং মোহিনী।
সে পানপাত্রবাহককে ইরাকের পন্থায় মিনতি করছিল
তার উদ্দেশ্য ছিল সুরা, পানপাত্রবাহক কেবল একজন নিমিত্ত।
সুরার কলস হাতে সুন্দর পানপাত্রবাহক,
এককোণ থেকে বের হয়ে আসল এবং কলস মধ্যখানে রাখলো।
সে সেই দ্যুতিময় সুরা দিয়ে প্রথম পেয়ালা পূর্ণ করলো

তুমি কি কখন পানিতে আগুন ধরতে দেখেছ?
যারা প্রেমিক তাদের জন্য সে পাত্রটিকে হাত থেকে হাতে ঘোরাল,
তারপর সে মাথা নত করে চৌকাঠে চুম্বন করল।
আমার প্রেমাস্পদ তার কাছ থেকে ওটা নিল এবং বড় বড় চুমুকে সুরা পান করল
সাথে সাথে তাঁর মুখমণ্ডলে এবং মাথায় আগুন ঝলসে উঠল।
ইতিমধ্যে সে তার নিজের সৌন্দর্য লক্ষ্য করে কুদৃষ্টিসম্পন্নদের বলছিল:
'এইযুগে আমার মতো কেউ ছিল না বা কেউ হবে না
আমি এ-বিশ্বের ঐশী সূর্য, আমি প্রেমিকদের প্রেমাস্পদ,
আত্মা এবং মনন সর্বদাই আমার সম্মুখে বিচরণশীল।'

৪১.

তুমি নিজেকে সমাজের পছন্দসই করো, যাতে তুমি আধ্যাত্মিক আনন্দ পাও;
পানশালার গলিতে প্রবেশ করো, যাতে তুমি মাতালদের দেখতে পাও।
উন্মাদনার পাত্র শেষ করো, যাতে তুমি লজ্জা না পাও;
তোমার মাথায় অবস্থিত চক্ষু বন্ধ করো, যাতে তুমি লুকানো চক্ষু দেখতে পাও।
বাহুদ্বয় প্রসারিত করো, যদি তোমার একটি আলিঙ্গনের ইচ্ছে থাকে;
কাদার পুতুলটিকে ভেঙে ফ্যালো, যাতে তুমি সুন্দরের মুখমণ্ডল দেখতে পাও।
একজন বৃদ্ধার জন্য তুমি কেন এত কন্যাপণ দেবে,
আর কতদিন তিনটা রুটির জন্য তুমি তরবারি ও বল্লমের দর্শক হবে?
প্রত্যহ রাত্রিকালে প্রেমাস্পদ ফিরে আসেন, আজ রাত্রে আফিম খেয়ো না;
খাদ্যগ্রহণ না করে মুখ বন্ধ রাখো, যাতে তুমি মুখের মিষ্টতার স্বাদ পাও।
দ্যাখো, পেয়ালাবহনকারী অত্যাচারী নন, তাঁর সমাবেশে একটি পরিধি রয়েছে
সেই পরিধিতে যোগ দাও, বসো; তুমি আর কতক্ষণ সময়ের আবর্তন লক্ষ করবে?
এখন দ্যা, এখানে একটা লাভ আছে; একটা জীবন দাও এবং শত
জীবন লাভ করো।
নেকড়ে এবং কুকুরের মতো উচ্চারণ করো না, যাতে তুমি
মেষপালকের ভালোবাসা লাভ করো।
তুমি বলেছিলে : 'আমার শত্রু এমন একজনকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল।'
যাও, সে-ব্যক্তিটিকে প্রত্যাখান করো, তার সওার ধ্যান করার জন্য।

চিন্তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কারও কথা চিন্তা কোরো না;
আত্মার জন্য মনোযোগ একজনের রুটির জন্য মনোযোগ অনুভবের চেয়ে ভালো।
বিধাতার বিশ্ব যখন এত বিশাল, তখন তুমি কারাগারে ঘুমিয়ে রয়েছ কেন?
প্যাঁচানো চিন্তা বাদ দাও, যাতে তুমি স্বর্গের ব্যাখ্যা দেখতে পাও।
কথা বলা বন্ধ করো, যাতে তুমি পরলোকে বাক্যজয় করো;
জীবন এবং বিশ্বকে ত্যাগ করো, যাতে তুমি বিশ্বের জীবন দেখতে পাও।

৪২.

জ্ঞান নতুন এসেছে; সম্ভবত তোমার কোনো জ্ঞান নেই।
হিংসাভরা হৃদয় রক্তাক্ত, সম্ভবত তোমার কোনো হৃদয় নেই।
চন্দ্র তার মুখমণ্ডল উন্মোচন করেছে এবং তার উজ্জ্বল পাখা মেলে দিয়েছে
কার কাছ থেকে একটি আত্মা ও দু'টি চক্ষু ধার নাও, যদি তোমার তা না থাকে।
একটি লুক্কায়িত ধনুক থেকে ছুটে আসা ডানাযুক্ত তীরের মতো
দিবা ও রাত্রি আসে;
তোমার সুমিষ্ট জীবনকে সমর্পণ করো; তুমি আর কিইবা করতে পারো?
তোমার ঢাল নেই।
তোমার অস্তিত্বের তামা কি তার রসায়নের দ্বারা স্বর্ণে পরিণত হয়নি।
মুসার মতো, যদি হারুনের মতো তোমার থলিভর্তি স্বর্ণ না থাকে,
তাতে কী আসে যায়?
তোমার যদি একটি মিশর দেশ আছে আর তুমি তার বাগানের ইক্ষু;
যদি বাইরে থেকে মিষ্টতা সরবরাহ না হয়, তাতে কী আসে যায়?
তুমি মূর্তি-পূজকদের মতো, আবারের দাসে পরিণত হয়েছ?
তুমি ইউসুফসদৃশ অথচ তুমি নিজের পানে তাকাও না।
ঈশ্বরের শপথ, তুমি যখন দর্পণে নিজের সৌন্দর্য দেখবে
তুমি তোমার নিজের পূজ্য মূর্তিতে পরিণত হবে,
তুমি কারও দ্বারাই উপেক্ষিত হবে না।
হে যুক্তি, তাকে চন্দ্রসদৃশ বলে ডাকা কি তোমার জন্য অন্যায় নয়?
তবে কেন তুমি তাকে চাঁদ বলে ডাকো? সম্ভবত তোমার দৃষ্টি নেই।
তোমার মাথা ছয়টি সলতেবিশিষ্ট প্রদীপের মতো

ঐ ছয়টিতে একসাথে শিখা প্রজ্বলিত কীভাবে হবে যদি তোমার সেরূপ
স্ফুলিঙ্গ না থাকে?
তোমার দেহ হচ্ছে মন কা'বার দিকে ভ্রাম্যমান একটি উটের মতো;
তোমার গাধার মতো প্রকৃতির জন্য তুমি তীর্থে যেতে ব্যর্থ হয়েছো
এজন্য নয় যে তোমার গাধা নেই।
তুমি যদি কা'বায় না যেয়ে থাকো, ভাগ্য তোমাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাবে;
হে বাচাল, পলায়ন কোরো না, কারণ ঈশ্বরের নিকট থেকে পালাবার
কোনো স্থান তোমার নাই।

৪৩.

হে হৃদয়, যে-বিশ্ব অপসৃয়মাণ সেখানে তুমি কেন এক বন্দি?
এ-অবরোধ থেকে পলায়ন করো, কারণ তুমি আধ্যাত্মিক জগতের এক পাখি।
তুমি একজন আত্মার প্রিয় বন্ধু, তুমি সর্বদাই গোপন পর্দার অন্তরালে
তুমি কেন এ-নশ্বর আবাসে বসতি বানাবে?
নিজের অবস্থা বিবেচনা করো, চলো, যাত্রা করো
আনুষ্ঠানিক জগতের বন্দিশালা থেকে ভাবের প্রান্তরে।
তুমি পূর্ণময় বিশ্বের এক পাখি, ভালোবাসার আসরে এক সমমনা সঙ্গী;
তুমি যদি এখানে থাকো, তা হবে বেদনদায়ক।
প্রতি প্রভাতে স্বর্গ থেকে তোমার কাছে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে;
'তুমি যখন পথের ধুলা ধারণ করো, তখন তুমি লক্ষ্যপথে বিজয় লাভ করো,
দ্যাখো, মিলনের কাবার পথে, প্রতিটি কাঁটার ঝোপে সহস্রজন বাসনায় নিহত,
পড়ে আছে যারা পুরুষের মতো জীবন সমর্পণ করেছে।
এ-পথে চলতে সহস্রজন আহত হয়েছে, যাদের কাছে আসেনি
মিলনের সুগন্ধির একটু বাতাস, বন্ধুর সান্নিধ্য থেকে কোনো চিহ্ন।
মিলনের ভোজসভার স্মৃতিতে, তার সৌন্দর্যের প্রার্থনায়
তুমি যে মদ চেনো সেই মদে তারা প্রমত্ত হয়ে পড়েছে।
কত সুন্দর, তাঁর প্রত্যাশায়, তাঁর আবাসস্থল প্রাঙ্গণে,
তাঁর মুখমণ্ডল দেখার জন্য, নিশাশেষে দিনকে আনার জন্য!
আত্মার আলোকে তোমার দেহের চেতনাকে আলোকিত করো

চেতনা হচ্ছে পাঁচবার উপাসনা, কিন্তু হৃদয় সাতটি স্তোত্র।
চন্দ্র এবং সূর্য এবং সপ্তস্বর্গের মেরুরেখা গ্রাস হয়ে গেছে।
আত্মার উজ্জ্বল তারকার দ্বারা, যখন সে দক্ষিণকোণ থেকে উদিত হয়।
বিশ্বে শান্তি ও সম্পদের খোঁজ কোরো না, কারণ তুমি তা পাবে না;
তাঁর পরিচর্যা করে উভয় বিশ্বে শান্তি খোঁজ করো।
পথিকেরা যে-ভালোবাসার কথা বলে তা দূরে সরিয়ে রাখো
তুমি কি তোমার সমস্ত সাধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরিচর্যা কর?
তাবরিজের গৌরবস্বরূপ সূর্য থেকে ভবিষ্যতের শান্তি খোঁজ করো,
কারণ সেই সূর্যের মধ্যে সকল জ্ঞান নিহিত এবং সে আধ্যাত্মিক
সিংহাসনে আসীন।

৪৪.

এসো, এসো কারণ আমার মতো কোনো বন্ধু তুমি আর পাবে না।
আমার মতো প্রেমাস্পদ সারাবিশ্বে আর কোথায় আছে?
এসো, এসো, এখানে-সেখানে ঘুরে তোমার সারাজীবন নিঃশেষ কোরো না,
কারণ তোমার অর্থ ব্যয় করার মতো বাজার আর কোথাও নেই।
তুমি একটি শুষ্ক উপত্যাকার মতো আর আমি বৃষ্টিধারা,
তুমি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের মতো আর আমি স্থপতি।
আনন্দের সূর্যোদয়ের মতো আমার সেবা ছাড়া,
মানুষ আনন্দের ধারণা অনুভব করতে কোনোদিনও পারেনি বা পারবেও না।
তুমি স্বপ্নঘোরে সহস্র চলমান আকার দ্যাখো;
যখন স্বপ্ন শেষ হয় তুমি আর একটিও দেখতে পাও না।
যে চক্ষু মিথ্যাই দ্যাখে তাকে বন্ধ করো এবং জ্ঞানের চক্ষু খোলো,
কারণ ইন্দ্রিয় হচ্ছে গাধার মতো আর কুবাসনা তাঁর গলদেশের দড়ি।
ভালোবাসার বাগানে সুমধুর পানীয় খোঁজ করো,
কারণ প্রকৃতি হচ্ছে অম্লপানীয়ের বিক্রেতা এবং অপক্ব আঙুর বিচূর্ণকারী।
তোমার নিজের সৃষ্টিকর্তার চিকিৎসালয়ে এসো
কোনো রোগীই ঐ চিকিৎসককে বাদ দিতে পারে না।
ঐ রাজাধিরাজ ব্যতীত বিশ্ব হচ্ছে মস্তকহীন দেহ

নিজেকে পাগড়ির মতো ঐ মাথায় জড়াও।
তুমি যদি কৃষ্ণকায় না হও, তোমার হস্ত থেকে আরশি ছেড়ো না
আত্মা তোমার আরশি, আর দেহ হচ্ছে মরিচা।
সেই ভাগ্যবান ব্যবসায়ী কোথায়, যাঁর ভাগ্য স্বয়ং বৃহস্পতি নিয়ন্ত্রণ করে,
যাতে আমি আগ্রহভরে তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করে তাঁর দ্রব্যসম্ভার কিনতে পারি?
এসো, আমার কথা চিন্তা করো যে তোমাকে চিন্তাশক্তি প্রদান করেছে,
কারণ আমার খনি থেকে তুমি একটি গাধার পিঠবোঝাই চুনি কিনতে পারবে।
এসো, তাঁর দিকে অগ্রসর হও যে তোমাকে পা দিয়েছে,
তোমার সকল চক্ষু দিয়ে দ্যাখো যে, তোমাকে একটি চক্ষু দিয়েছে।
তাঁর আনন্দের জন্য হাততালি দাও, যাঁর সমুদ্রে ফেনা তৈরী হয়,
কারণ তাঁর আনন্দ কোনো দুঃখ বা বেদনাকে গ্রহণ করে না।
কান ছাড়াই শোনা, জিহ্বা ছাড়াই তাঁর সঙ্গে কথা বলো,
কারণ জিহ্বা উৎপন্ন ভাষা অসন্তুষ্টি ও আঘাত ভিন্ন আর কিছু নয়।

৪৫.

ভালোবাসার মুখশ্রীর দিকে চাও, যাতে তুমি সত্যি একজন মানুষ হতে পার।
নিরাবেগদের সঙ্গে বোসো না; কারণ তাদের শীতল নিশ্বাসে তুমি জমে যাবে।
ভালোবাসার মুখচ্ছবি থেকে সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কিছু খোঁজ করো;
এমন সময় যখন তুমি একজন সহানুভূতিশীল সাথির সাথে মিলিত হবে।
যেহেতু তুমি প্রকৃতই মাটির ঢেলা, তুমি ঊর্ধ্বে উত্থিত হবে না;
তুমি তখনই বাতাসে উঠতে পরবে, যখন তুমি ভেঙে ধূলিকণা হবে।
তুমি যদি নিজে না ভাঙ, যিনি তোমাকে গড়েছেন তিনিই তোমাকে ভাঙবেন
মৃত্যু যখন তোমাকে ভাঙে তখন তুমি কীভাবে আরেকটি বস্তুতে পরিণত হবে?
পাতা যখন হলুদ হয়ে যায়, তাজা শিকড় তাকে সবুজ করে;
তুমি ভালোবাসার জন্য অভিযোগ করছ যাঁর মাধ্যমে তুমি বিবর্ণ হয়েছ।
এবং হে বন্ধু, আমাদের সমাবেশে তুমি যদি পূর্ণাঙ্গতা পাও,
সিংহাসনই হবে তোমার আসন, সকল বস্তুতে তুমি তোমার বাসনা লাভ করবে।
কিন্তু তুমি যদি আরও বহু বছর এ-বিশ্বে অবস্থান করো,
তুমি স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াবে, তুমি পাশার ঘুঁটির মতো হবে।

যদি শামসি তাবরিজ তোমাকে তাঁর পাশে টেনে নেয়,
যখন তুমি বন্দিদশা থেকে পলায়ন করবে তুমি সেই বৃত্তে প্রত্যাবর্তন করবে।

৪৬.

আমি যখন তোমার নগরে এসেছিলাম, তুমি আমার জন্যে পৃথক
একটি কোণ বেছে রেখেছিলে;
আমি যখন তোমার নগর থেকে চলে যাই, তুমি মুখ তুলে চেয়ে আমাকে
'বিদায়' বলোনি।
তুমি দয়ালু হতেই চাও অথবা ঈর্ষা করতেই পছন্দ করো,
তুমি হৃদয়ের সকল স্বাচ্ছন্দ্য, তুমি ভোজসভার সকল শোভা
তোমার হিংসার কারণ হলো, তুমি গোপন বা অন্যরূপে,
যখন তুমি প্রতিটি অণুদ্বারা প্রকাশ্য, তুমি সূর্যের মতই গোপন।
যদি তুমি নির্জনেও বাস করো, তুমি কি যুবরাজের প্রিয় নও?
এবং তুমি যদি আবরণ ছিন্ন করো, তবে তুমি সকলের আবরণ ছিন্ন করছ।
তোমার দ্বারা অবিশ্বাসী হৃদয় বিভ্রান্ত হয়, তোমার মদে বিশ্বাসী শির প্রমত্ত হয়;
তুমি সকল বিবেচনা হরণ করো, তুমি সবকিছু তোমার দিকে আকর্ষণ করো।
সকল গোলাপই শীতের শিকার, সকল মাথাই মদের শিকার
এই এবং ঐ উভয়কেই তুমি মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত করো।
যেহেতু গোলাপে কোনো স্থিরতা নেই, তুমি প্রতিটি গোলাপের কাছে
কেন যাও?
একমাত্র তোমার উপরই ভরসা, তুমি হচ্ছ রজ্জু এবং অবলম্বন।
কয়েকজন যদি ইউসুফের মুখের জন্য নিজ হস্ত ছিন্ন করে থাকে,
তুমি পাগল করেছ দুইশত আধ্যাত্মিক ইউসুফকে।
তুমি ভালো এবং মন্দের ছাঁচে মানুষকে বানিয়েছ,
যাতে সে মন্দের দুর্গন্ধ থেকে দুক্রোশ দূরে পালাতে পারে।
তাকে তুমি একমুষ্টি ধূলি বানাও যাতে সে বিশুদ্ধ উদ্ভিদে পরিণত হয়;
সে পঙ্কিলতা মুক্ত হয় যখন তুমি আত্মাকে তার মধ্যে প্রবাহিত করো।
হে হৃদয়, এসো, স্বর্গের দিকে ধাবিত হও, স্বর্গীয় চারণভূমির দিকে ধাবিত হও,
যেহেতু এতদিন তুমি গোচারণভূমিতে চরে বেড়িয়েছ।

তোমার সকল কামনাকে এমন আকৃতি দাও যেন তোমার কোনো আশা নেই,
কারণ তুমি মূল আশাহীনতা থেকে এতটা পরিভ্রমণ করেছ।
নিশ্চুপ হও যাতে সেই প্রভু যিনি তোমাকে ভাষা দিয়েছেন
তিনি কথা বলতে পারেন
কারণ যিনি দরজা ও তালা বানিয়েছেন, তিনি একটি চাবিও নির্মাণ করেছেন।

৪৭.

অবশেষে তুমি প্রস্থান করেছ এবং অদেখার কাছে চলে গেছো;
যেভাবে তুমি বিশ্ব ছেড়ে চলে গেছ তা বিস্ময়কর।
তুমি তোমার ডানা এবং পালক সাজোরে ঝেড়েছিলে এবং খাঁচা ভেঙে ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলে আত্মার বিশ্বের দিকের যাত্রাপথে।
তুমি একজন বিশিষ্ট বাজপাখি ছিলে, যাকে এক বৃদ্ধা বন্দি করে রেখেছিল
যখন তুমি দুন্দুভির নিনাদ শুনতে পেলে তুমি শূন্যপানে উড়ে গেলে।
তুমি পেচককুলের মধ্যে বসবাসকারী এক প্রেমাকুল বুলবুলি ছিলে :
গোলাপবাগানের সুগন্ধি তোমার কাছে ভেসে আসল এবং তুমি
গোলাপ বাগানে চলে গেলে।
তুমি এ তিক্ত গ্যাঁজানি থেকে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলে;
অবশেষে তুমি চিরন্তনের শুঁড়িখানায় চলে গেলে।
শান্তির লক্ষ্যের প্রতি তুমি একটি তীরের মতো সরলরেখায় ধাবিত হলে;
এ-ধনুক থেকে একটি তীরের মতো তুমি গতিবান হলে।
এ-বিশ্ব তোমাকে পিশাচের মতো ভুল ইঙ্গিত দিয়েছিল;
তুমি ঐ ইঙ্গিতের পানে দৃষ্টিপাত করনি, তুমি সেখানে চলে গেছ যার
কোনো ইঙ্গিত নেই।
তুমি যখন একটি সূর্যস্বরূপ, তখন কেন একটি তাজ শিরে ধারণ করেছ,
তুমি যখন মধ্য থেকেই চলে গেছ, তখন কোমরবন্ধের খোঁজ কেন?
আমি শুনলাম তুমি বাঁকাদৃষ্টিতে তোমার আত্মার পানে চেয়ে আছ
তুমি যখন আত্মায় চলে গেছ, তখন আত্মার দিকে চেয়ে থাকা কেন?
হে হৃদয়, ঐশী পুরস্কারের পানে ধাবিত কী অদ্ভুত পাখি তুমি
দু পাখায় ভর করে তুমি ঢালের মতো বল্লমের ফলার দিকে চলে গেলে!

গোলাপ হেমন্ত থেকে পলায়ান করে—তুমি কেমন সাহসী গোলাপ
যে হেমন্তের শীতল বাতাসে পরিভ্রমণ করতে গেলে!
পার্থিব বিশ্বের ছাদে স্বর্গ থেকে আসা বৃষ্টিধারার মতো
তুমি সকল দিকে ধাবিত হয়েছিলে যে-পর্যন্ত নালা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত না হয়েছ।
নিশ্চুপ হও এবং বাক্যের বেদনা থেকে মুক্ত হও, নিদ্রিত হয়ো না,
কারণ তুমি এমন প্রেমময় এক বন্ধুর কাছে আশ্রয় নিয়েছ।